Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 06-07-2026 11:07 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২১ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। সোমবার ৬ জুলাই ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫৩৬ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

চা শ্রমিকদের উন্নয়নে ৩১৩ কোটির প্রকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের উন্নয়নে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে চালু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনা (পিএমসিএসপিওয়াই), যার জন্য মোট ৩১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান,

দ্রুত ও সুষ্ঠু রূপায়ণের লক্ষ্যে রাজ্য-স্তরের কমিটি সম্প্রতি এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে এবং এর মাধ্যমে রাজ্যের চা-শ্রমিকদের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে চলেছে।

প্রকল্পের আওতায় দুটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে।

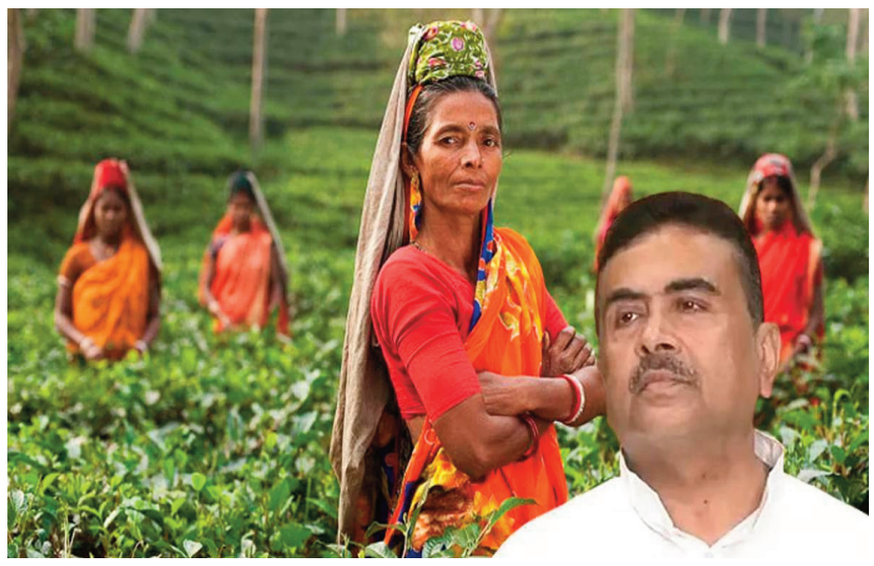

চা শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় (সিএসএসএসওয়াই) চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে ৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যদিকে চা শ্রমিক আশ্রয় যোজনায় (সিএসএওয়াই) ৩২১টি বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য ৬৩ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি এলাকায় ৮৮টি এবং সমতল এলাকায় ২৩৩টি বিশ্রামাগার তৈরি হবে, যেখানে আধুনিক ও মর্যাদাপূর্ণ সুযোগসুবিধা থাকবে। গোটা প্রকল্পের রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, যা স্বাস্থ্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করবে। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় চা বলয়ের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, বহু বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রমিক পরিবারগুলির উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যের দিকে পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারগুলিকে আর্থ-সামাজিক অন্ধকার থেকে বের করে আনার অঙ্গীকার আগেই ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সেবাশ্রয়ে নয়া ধাক্কা

নয়া জামানা ঃ সেবাশ্রয় নিয়ে আরও অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার নয়া অভিযোগ দায়ের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায়। অভিযোগ করেছেন অভিজিৎ দাস ওরফে ববি । এই শিবিরে একাধিক আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। জনস্বার্থ ও গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে অভিষেকের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় (পলাতক), বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দীলিপ মণ্ডল, ফলতার জাহাঙ্গির খান-সহ বহুজনের নামেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

জিআই স্বীকৃতি

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান। এবার ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি পেল নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল। এই স্বীকৃতির ফলে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প আন্তর্জাতিক স্তরে সুরক্ষা পাবে বলে মনে করছেন শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট মহল।

ফের অরূপকে তলব!

নয়া জামানাঃ মেসিকাণ্ডে একের পর এক নোটিস গিয়েছিল তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে। কিন্তু অরূপ বিশ্বাস কার্যত বেপাত্তা ছিলেন। তিন তিনবার হাজিরা এড়ানো পর গত ১৮ জুন মেসিকাণ্ডে প্রথম থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। যা ঘিরে চূড়ান্ত নাটক দেখেছিল বাংলা। এবার সেই মামলাতেও ফের একবার অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হল। আগামী মঙ্গলবার সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের ভাগ্য নির্ধারণ

নয়া জামানা ঃ অগ্নিপরীক্ষার মুখে তৃণমূল কংগ্রেস ! দলের প্রতীক থেকে তহবিল, পার্টি অফিস , কার দখলে থাকবে, তা জানতে আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা। সোমবার বিকেলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে নিজেদের নথি পেশ করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'আসল' তৃণমূল। দলের রাশ কাদের হাতে? প্রতীক ধরে রাখতে পারবে কারা? এমনই নানা টেনশন নিয়ে নিজেদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারছে দুই শিবির। তবে বেশি চাপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের হাতেই এখন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ।

ভারত আমাদের পাশে আছে', নেতানিয়াহু

নয়া জামানা ঃ ভারতকে ঢাল করে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের দাবি ওড়ালেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানাতে আজ বঙ্গে অমিত শাহ

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আজ,সোমবার জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হতে চলেছে রাজ্যে সরকারিভাবে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলায় যা প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই ৬ জুলাই সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন। এই উপলক্ষে একদিনের ঝটিকা সফরে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সফরসূচি অনুযায়ী, সোমবার দুপুর ৩টে ৫০ মিনিটে তাঁর বিমান কলকাতায় নামবে। সেখান থেকে সরাসরি তিনি যাবেন ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে, যেখানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভবানীপুরের কর্মসূচি সেরে বিকেল ৪টে ৫০ মিনিট নাগাদ অমিত শাহ পৌঁছবেন নিউটাউনের ইকো পার্কে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উঁচু একটি মূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই নির্মাণকাজের

ভূমিপূজন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এই কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ইকো পার্কের কর্মসূচি শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যোগ দেবেন বিশ্ব বঙ্গ মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে। সব কর্মসূচি সেরে রাতেই তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন। সাড়ে তিন ঘণ্টার এই সফরকে ঘিরে বিজেপির মুরলীধর সেন লেনের রাজ্য দপ্তরেও দলের তরফে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক বিজেপি কর্মীর কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং শ্যামাপ্রসাদের ভূমিতে তাঁরই আদর্শের সরকার তৈরি হওয়াকে একটি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন। ইকো পার্কের মূর্তি স্থাপন কর্মসূচি ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শনিবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তরের নির্ধারিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

অভিষেককে আগাম গারদ শুভেচ্ছা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ সেবাশ্রয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। এদিন আইআইটি খড়্গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন যে স্বাস্থ্য আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসনিক কর্তা;যেই হোন না কেন, তাঁকে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। এদিন হাসপাতালে বহু ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র মেলার প্রসঙ্গও তোলেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, শুধু হাসপাতাল নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজেও এই ধরনের জালিয়াতির নজির রয়েছে, যার মধ্যে সল্টলেকের একটি স্কুলের

সেবাশ্রয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
এদিন আইআইটি
খড়্গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন যে অভিষেকের জন্য শীঘ্রই আলিপুর সংশোধনাগারে জায়গা বরাদ্দ হতে চলেছে।

অভিষেকের জন্য শীঘ্রই আলিপুর সংশোধনাগারে জায়গা বরাদ্দ হতে চলেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে যেসব চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং যেসব চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছিল, তার কোনওটিই যথাযথ ছিল না। তাঁর দাবি, ওই হাসপাতালে যোগ্য চিকিৎসকের বদলে আয়ুর্বেদ বিভাগের পড়ুয়াদের দিয়ে কাজ চালানো হয়েছিল, যা গুরুতর দুর্নীতির শামিল। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র তদন্ত শুরু করেছে, পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনও পৃথকভাবে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। মন্ত্রীর আশ্বাস, তদন্তে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে পাঠানো হবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরি ও বিলি করা তৃণমূলের দীর্ঘদিনের রীতি, এবং বিশেষ পরিচয়পত্র সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে ভুয়ো ভোটার তালিকাভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেন।

এই বিতর্কে শাসক দলকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। আইআইটি খড়্গপুরের ওই একই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, অযোগ্য আয়ুর্বেদ পড়ুয়াদের দিয়ে সেবাশ্রয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করিয়ে জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলা হয়েছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন।

চলতি মাসেই বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল

থাকছে একঝাঁক নতুন মুখ!

নয়া জামানাঃ চলতি জুলাই মাসেই রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, শুধু রাজ্য কমিটি নয়, জেলা স্তরেও একযোগে ব্যাপক রদবদলের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার রাতে দিল্লিতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর সঙ্গে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশলের দীর্ঘ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই নতুন সাংগঠনিক রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সেরে ফেলা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি। এর পরই রাজ্য সংগঠনে পরিবর্তনের জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রদবদল ঘোষণা হতে পারে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তবেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য ও জেলা কমিটির তালিকায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়বে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটি বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে; 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি কঠোরভাবে বলবৎ করা হবে। এই নীতির জেরে সম্প্রতি রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া বিজেপি বিধায়করা নতুন সাংগঠনিক কমিটিতে থাকছেন না। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পৃথক রাখার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের জায়গায় দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় এবং জেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নেতাদের সামনে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু রাজ্য স্তরেই নয়, বাংলা থেকে কয়েকজন নেতাকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনাচিন্তা চলছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ, জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও জল্পনা তুঙ্গে। যদিও এ বিষয়ে দল আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানায়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই বাংলায় সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে চাইছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। শমীক-বনশল বৈঠকের পর সেই ইঙ্গিতই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বারুইপুর কাণ্ডে অ্যাকশনে পুলিশ

নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলায় সিট গঠন

নয়া জামানা বারুইপুরে ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নিল পুলিশ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে, বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল বারুইপুরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। রবিবার ভোরে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় তার দেহ। পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে সকাল থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কুলপি রোডে নাবালিকার মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা, রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয়। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনেও প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে অবরোধের জেরে।

অবরোধ তুলতে গেলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের উপরে হামলা চালান বলে অভিযোগ, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িতেও। এছাড়া বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে এক অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগও উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। মঙ্গলবার নির্যাতিতার পরিবারকে ভবানীভবনে ডেকে পাঠানোর কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এর পরই সন্ধ্যায় বারুইপুর পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি পিনাকী দত্তের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়। এই ঘটনায় মোট তিনটি মামলা রুজু হয়েছে।

'ডিমের বদলে ইট মারা হবে'-পলাতক পঞ্চায়েত প্রধানদের হুঁশিয়ারি মন্ত্রী দিলীপের

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত প্রশাসনে তৈরি হয়েছে গুরুতর অচলাবস্থা। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান ক্ষমতা হারানোর পর থেকে এলাকাছাড়া, কেউ কেউ আবার বাড়িতে থাকলেও দফতরমুখো হচ্ছেন না। এর জেরে থমকে গিয়েছে গ্রামোন্নয়নের কাজ, চরম দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতি নিয়ে এবার প্রকাশ্যে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়ে দেন, যাঁরা ভালো মানুষের মতো ফিরে না এসে কাজ করবেন না, তাঁদের ওপর ডিমের বদলে ইট ছোড়া হবে। মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হিসেবে বেতন নিয়েও যাঁরা পরিষেবা দিচ্ছেন না, তাঁদের হয় কাজে যোগ দিতে হবে, নয়তো পদত্যাগ করতে হবে। মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন সমস্যার ব্যাপকতা। তাঁর হিসেবে প্রায় দু'হাজার পঞ্চায়েত প্রধান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন বা পালিয়ে গিয়েছেন, ফলে অফিসে না আসায় সরকারি প্রকল্পের কাজ মার খাচ্ছে । এর

প্রভাব পড়ছে সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে; সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পেমেন্ট, আটকে যাচ্ছে টেন্ডার প্রক্রিয়া, আবাস ও সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পও থমকে রয়েছে। মন্ত্রী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন, ভোটে জিতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যেন কাজে ফিরে আসেন। কিছু মানুষ টিটকিরি দিলেও ভয় না পেয়ে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এরপরই আসে কঠোরতম হুঁশিয়ারি; প্রয়োজনে পুলিশ পাঠিয়ে বাড়ি থেকে তুলে আনা হবে, এলাকাবাসীকে দিয়ে বাড়ি ঘেরাও করানো হবে বলেও জানিয়ে দেন তিনি। শুধু হুঁশিয়ারিই নয়, বিকল্প ব্যবস্থার ইঙ্গিতও দিয়েছেন মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের এক প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি জানান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কাজে না এলে তাঁদের বাদ দিয়েই উন্নয়নের বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টা চলছে, এমনকি প্রয়োজনে প্রশাসক বসানোর রাস্তাও খোলা রয়েছে।

ঘুচল বঞ্চনার অধ্যায়, ডবল ইঞ্জিন জমানায় ১০০ দিনের টাকা পেল বাংলা

দীর্ঘদিনের কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে মহাত্মা গান্ধী কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প তথা বর্তমান ভিবি-জি-রাম-জি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই তহবিল ঘোষণা করেন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১২৬৪.৪৯ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ৩২১০.৭৬ কোটি টাকা। তৃণমূল জমানায় এই প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল। রাজ্যের তৎকালীন শাসকদলের অভিযোগ ছিল, বিরোধী দল ক্ষমতায় থাকার কারণেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বকেয়া মজুরির দাবিতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে পঞ্চায়েত মন্ত্রকের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল দল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের আচরণের বিরুদ্ধে বারবার সরব হয়েছিলেন, যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। গত ৪ মে রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় শুরু হয়েছে ডবল ইঞ্জিন শাসন। তার পরপরই কেন্দ্রের তরফে এই অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত এল। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বেকারত্ব দূরীকরণে চালু হওয়া মনরেগা প্রকল্পের নাম বদলে বর্তমান এনডিএ সরকার রেখেছে ভিবি-জি-রাম-জি। আগে বছরে ১০০ দিন কাজের আইনি গ্যারান্টি থাকলেও নতুন নিয়মে তা বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে, যা গ্রামীণ শ্রমিকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়াতে সাহায্য করবে বলে দাবি কেন্দ্রের। রবিবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য মোট ২৫,৮৬৩ কোটিরও বেশি টাকা অবমুক্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ জন্য ১২৬৪.৪৯ কোটি টাকা উত্তরপ্রদেশ জন্য ৩২১০.৭৬ কোটি টাকা (সর্বোচ্চ বরাদ্দ)মোট বরাদ্দ ২৫, ৮৬৩ কোটি টাকারও বেশি নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, প্রকল্প রূপায়ণে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

সুলভ ওষুধের অধিকার

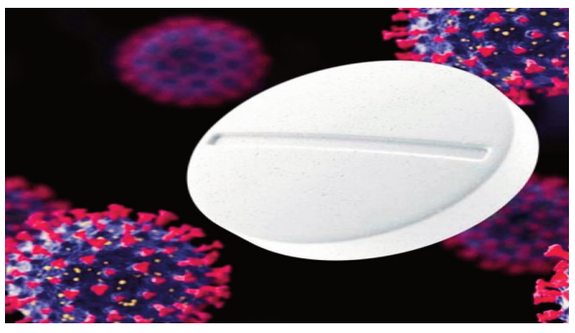

কোভিড অতিমারি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে; অজানা রোগের মোকাবিলা কেবল তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিয়ে হয় না, দরকার দীর্ঘমেয়াদি বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি। সুপারকম্পিউটার আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর ফলে জীববিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য গতিতে এগোচ্ছে নতুন গবেষণার কাজ। সাম্প্রতিক উদাহরণ 'এনসিট্রেলভির' নামক একটি নতুন অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ। এটিকে নিয়ে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক মহল আলোড়িত। এর কার্যকারিতার জন্যই শুধু নয়, বরং এই ওষুধের নেপথ্যে থাকা চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তির জন্য। ভবিষ্যতের যে কোনও ভাইরাসের প্রজাতি মোকাবিলায় মানবজাতির জন্য এক নতুন ও শক্তিশালী হাতিয়ার হতে চলেছে ওষুধ তৈরির এই পদ্ধতি। এক দিকে যেমন সেই অত্যাধুনিক পদ্ধতি নিয়ে সকলের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, অন্য দিকে তেমনই দেখা দিয়েছে নৈতিক প্রশ্ন; সর্বস্তরের মানুষ এই আবিষ্কারের সুফল পাবেন তো? কোভিডের টিকা নিয়ে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে যে টানাপড়েন দেখা গিয়েছিল, তা এখনও ভোলেনি মানুষ। এনসিট্রেলভির তৈরির প্রযুক্তি সকলের নাগালের মধ্যে আনার দরকার কি না, সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।কী ভাবে এনসিট্রেলভির ভাইরাসকে প্রতিরোধ করে? মানব শরীরের সুস্থ কোষগুলিকে এক-একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংক্রিয় কারখানার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা নিজস্ব জৈবিক নিয়মে কাজ করে। ভাইরাস যখন শরীরে প্রবেশ করে, তখন এই সুশৃঙ্খল কারখানার নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়। কোষের ভিতরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিজের অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় ভাইরাসের কিছু বিশেষ প্রোটিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেগুলিকে বলা হয় 'প্রোটিয়েজ'। সহজ কথায়, এটি হল এক ধরনের 'জৈবিক কাঁচি'। ভাইরাস যখন নিজের প্রতিলিপি বানানোর জন্য লম্বা প্রোটিনের শিকল তৈরি করে, তখন এই প্রোটিয়েজ নামক কাঁচিটি সেই শিকলকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ শরীর গঠনে সাহায্য করে। যদি কোনও উপায়ে প্রোটিয়েজকে অকেজো করা যায়, তা হলে ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরির প্রক্রিয়া থমকে যায়, সংক্রমণের তীব্রতা দ্রুত কমতে শুরু করে। এনসিট্রেলভির-এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু হল ভাইরাসের প্রোটিয়েজ।কোভিড অতিমারির শুরুর দিকে 'নিরম্যাটরেলভির' নামক একটি ওষুধ বেশ সাড়া ফেলেছিল, যা একই পদ্ধতিতে কাজ করত। কিন্তু সেই ওষুধটিকে রক্তে দীর্ঘক্ষণ কার্যকর রাখতে 'রিটোনাভির' নামক আর একটি বুস্টার ওষুধের সঙ্গে মিলিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হত। এই জোড়া ওষুধে রোগীর শরীরে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ত এবং এর স্বাদও ছিল অত্যন্ত তেতো। জাপানি ওষুধ প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠান এর সমাধানে আধুনিক একটি বৈজ্ঞানিক পথ বেছে নেয়। কোটি কোটি রাসায়নিক উপাদান নিয়ে বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ প্রথাগত পথ এড়িয়ে এই সংস্থাটি 'কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি' বা গণনাভিত্তিক রসায়নের উপর ভরসা করে এগোয়। সুপারকম্পিউটার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কোটি কোটি সম্ভাব্য রাসায়নিক অণুকে ভার্চুয়ালি পরীক্ষা করে দেখেন বিজ্ঞানীরা। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি নিখুঁত আণবিক চাবি খুঁজে বার করা, যা ভাইরাসের প্রোটিয়েজ-এর ভিতর ঢুকে সেটিকে চিরতরে 'লক' করে দিতে পারে। এ ভাবেই তৈরি হয় এনসিট্রেলভির। ওষুধটির আণবিক গঠন এতটাই নিখুঁত যে, এটি রক্তে নিজে থেকেই দীর্ঘক্ষণ সক্রিয় থাকতে পারে, কোনও বাড়তি ওষুধের প্রয়োজন পড়ে না।প্রথাগত পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের প্রেসক্রিপশন পর্যন্ত একটি ওষুধ পৌঁছতে সাধারণত ১০-১২ বছর লেগে যায়, খরচ হয় কয়েকশো কোটি ডলার। কম্পিউটেশনাল বায়োলজি এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়াটিকে অবিশ্বাস্য রকম সংক্ষিপ্ত করতে পেরেছে। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত হয়েছে এনসিট্রেলভির-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ফলাফল। পরীক্ষাটি চালানো হয় ২, ৩৮৭ জন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের উপর, যাঁরা সদ্য কোভিড-আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। দেখা গেল, যাঁদের ওষুধটি দেওয়া হয়নি (প্লাসেবো গ্রুপ), তাঁদের মধ্যে ৯ শতাংশ মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। যাঁরা নিয়মিত এনসিট্রেলভির গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আক্রান্ত মাত্র ২.৯ শতাংশ। অর্থাৎ, এই ওষুধটি সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে প্রায় ৬৭ শতাংশ কার্যকর।গত দুই দশকে করোনাভাইরাস পরিবারভুক্ত সার্স, মার্স, কোভিড-১৯ প্রভৃতি তিন বার বিশ্ব জুড়ে বড় ধরনের মহামারি ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই ভাইরাস পরিবারকে মোকাবিলা করার নতুন দিশা দেখাল এনসিট্রেলভির। এর পর কোনও অজানা ভাইরাস ছড়ালে চিকিৎসকদের আর শূন্য থেকে লড়াই শুরু করতে হবে না।

মৃত্যুর চার মাস পর শেষ বিদায় খামেনির

৯ জুলাই শেষকৃত্যের নেপথ্যে কী কারণ?

পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেশকে পরিচালনা করা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির শেষকৃত্য অবশেষে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী ৯ জুলাই তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু হয়ে তাঁর জন্মশহর উত্তর-পূর্ব ইরানের মাশহাদে শেষ হবে এই দীর্ঘ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেশকে পরিচালনা করা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির শেষকৃত্য অবশেষে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী ৯ জুলাই তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু হয়ে তাঁর জন্মশহর উত্তর-পূর্ব ইরানের মাশহাদে শেষ হবে এই দীর্ঘ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কেন ৯ জুলাই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হলো?৮৬ বছর বয়সি আলি খামেনি চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হন। তেহরানে তাঁর বাসভবন ও কার্যালয় লক্ষ্য করে চালানো ওই বিমান হামলায় শুধু খামেনিই নন, তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্য এবং ইরানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তারাও প্রাণ হারান। সেই ঘটনার পর থেকেই গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে।ইসলামি রীতিনীতি অনুযায়ী কোনো মুসলিমের মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব দাফন সম্পন্ন করা উচিত। সাধারণত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শেষ করার কথা বলা হয়।

কিন্তু খামেনির ক্ষেত্রে ঘটছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। মৃত্যুর ১৩১ দিন পর তাঁর দাফন হতে চলেছে, যা অত্যন্ত বিরল। যদিও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা বিশেষ পরিস্থিতিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।প্রথমদিকে পরিকল্পনা ছিল, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে তেহরান ও মাশহাদে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু সেই সময় ইরান জুড়ে যুদ্ধাবস্থা এবং নিরাপত্তাজনিত জটিলতার কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। এরপর দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা করা হয়।নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে, ৪ জুলাই থেকে তেহরানে শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। রাজধানীর ইমাম খোমেনি মোসাল্লায় ৪ ও ৫ জুলাই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মরদেহ রাখা হবে। এই সময় হাজার হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।৬ জুলাই তেহরানে একটি বড় শোকমিছিলের আয়োজন করা হবে। তারপর ৭ জুলাই মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে পবিত্র শহর কোমে। শিয়া মুসলিমদের কাছে কোম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র। সেখানে বিশেষ স্মরণসভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর ৯ জুলাই মাশহাদে অনুষ্ঠিত হবে চূড়ান্ত দাফন। এই দিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শিয়া ইসলামের চতুর্থ ইমাম এবং মহানবী হজরত মুহাম্মদের প্রপৌত্র ইমাম সাজ্জাদের শাহাদতবার্ষিকীর আগের দিনেই খামেনির দাফনের আয়োজন করা হয়েছে। ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বের মতে, এই সময় নির্বাচন করার মধ্যে একটি প্রতীকী বার্তা রয়েছে, যা শিয়া ঐতিহ্য ও আত্মত্যাগের ইতিহাসের সঙ্গে খামেনির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে যুক্ত করে।আলি খামেনির মৃত্যু ঘিরে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে। হামলায় তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যও নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন তাঁর কন্যা বশরা খামেনি, পুত্রবধূ জাহরা হাদ্দাদ-আদেল, জামাতা মেসবাহ বাঘেরি কানী এবং নাতনি জাহরা মোহাম্মদি গোলপায়েগানি। একই সঙ্গে ইরানের সামরিক কাঠামোর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও প্রাণ হারান। ফলে হামলাটি শুধু একজন রাষ্ট্রনেতার মৃত্যু নয়, বরং ইরানের ক্ষমতার কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে চালানো এক বড় আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়।হামলার সময় খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনিও আহত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। তবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা ছিল, খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে মোজতবার নাম বিবেচনায় রয়েছে।তবে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোজতবা খামেনিকে জনসমক্ষে খুব কমই দেখা গিয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা গুজব ছড়িয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, হামলায় তিনি এতটাই গুরুতর আহত হয়েছিলেন যে কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারছেন না। আবার অনেক বিশ্লেষকের মতে, ইরানের ক্ষমতা বর্তমানে অনেকটাই ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

যদিও তেহরানের শাসকগোষ্ঠী এই সমস্ত দাবি বারবার অস্বীকার করেছে। সরকারের বক্তব্য, মোজতবা খামেনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই দেশের সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন এখনও থামেনি।

খামেনির শেষকৃত্যের ঘোষণা এমন এক সময়ে এল, যখন ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির খবর সামনে এসেছে। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পর দুই দেশ একটি সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির কাঠামো নিয়ে একমত হয়েছে বলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছেন।শাহবাজ শরিফের বক্তব্য অনুযায়ী, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র খুব শিগগিরই একটি প্রাথমিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে। এমনকি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে।তবে ইরান কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘায়ি জানিয়েছেন, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, পরদিনই চুক্তি হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

তবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তা হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।বিশ্লেষকদের মতে, খামেনির শেষকৃত্য এবং সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি;এই দুই ঘটনা একসঙ্গে ইরানের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করছে। একদিকে দেশটি তার দীর্ঘদিনের সর্বোচ্চ নেতাকে বিদায় জানাতে চলেছে, অন্যদিকে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর নতুন কূটনৈতিক অধ্যায়ের দিকে এগোচ্ছে।আলি খামেনির রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি গত কয়েক দশক ধরে ইরানের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মীয় কাঠামোর কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন। ৯ জুলাই মাশহাদে তাঁর দাফনের মাধ্যমে সেই অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে। একই সঙ্গে শুরু হবে ইরানের নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার আরেকটি অধ্যায়। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 06-07-2026 11:07 Page 3

২৯ জুন থেকে ৭ জুলাই ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে।পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি ঃ সকলকে কাছে পেয়েও খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না। প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় খারাপ খবর পেতে পারেন। আর্থিক চাপ থাকবে।

কর্কট রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।

সিংহ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। দাম্পত্যকলহ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশ থেকে সাবধান থাকুন। স্ত্রীর/স্বামীর জন্য কাজের যোগাযোগ হতে পারে। বাড়িতে কোনও কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

কন্যা রাশি ঃ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। সংসারে কোনও আত্মীয়কে নিয়ে বিবাদ হতে পারে। বিবাহের জন্য বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। চাকরির স্থানে কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত যেতে পারে। জলপথে বিপদের আশঙ্কা। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে।

তুলা রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের যোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা। আইনি কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। লিভারের সমস্যা বাড়তে পারে। চলাফেরার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। সপ্তাহের মধ্যভাগে শারীরিক সমস্যায় কাজের ক্ষতি হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে খরচ বাড়তে পারে। দাম্পত্যকলহে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বাড়িতে অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে। বিলাসিতার জন্য খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশিঃ আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সংসারের সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারেন। শত্রুর দ্বারা কোনও ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু শুরু করতে পারেন।

মকর রাশিঃ কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাড়তি খরচ চিন্তায় ফেলতে পারে। শরীরের কোনও ক্ষতস্থান থেকে চিন্তা বাড়তে পারে। আপনার মধুর ব্যবহারে সুনাম পাবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ রয়েছে।

মীন রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসাবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক থেকে সাবধান থাকুন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। প্রেমের জন্য সময় ব্যয় হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ভাল সময়।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুধু স্কিনকেয়ার নয়, গুরুত্ব দিন খাদ্যাভ্যাসেও

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বক পেতে অনেকেই নানা ধরনের স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। দামি প্রসাধনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘরোয়া উপায়;সবকিছুই চেষ্টা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্ন শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বক ভালো রাখ তে পর্যাপ্ত জলপান অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা শুধু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল পান করলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য উপাদান বের হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়ক হতে পারে।ত্বকের যত্নে মধু ও লেবুর সংমিশ্রণও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। মধুতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে।এছাড়া ফল ও সবজির রসও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ফল ও সবজিতে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বাহ্যিক পরিচর্যা নয়;সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই দীর্ঘমেয়াদে ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা

ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়

ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ

বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।

তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী।

যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্র্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,

একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন ।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে ।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে ।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায় ।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

নজরে INSTA

পরিমণি

ঈশান্যা

অনুস্কা

পূজা

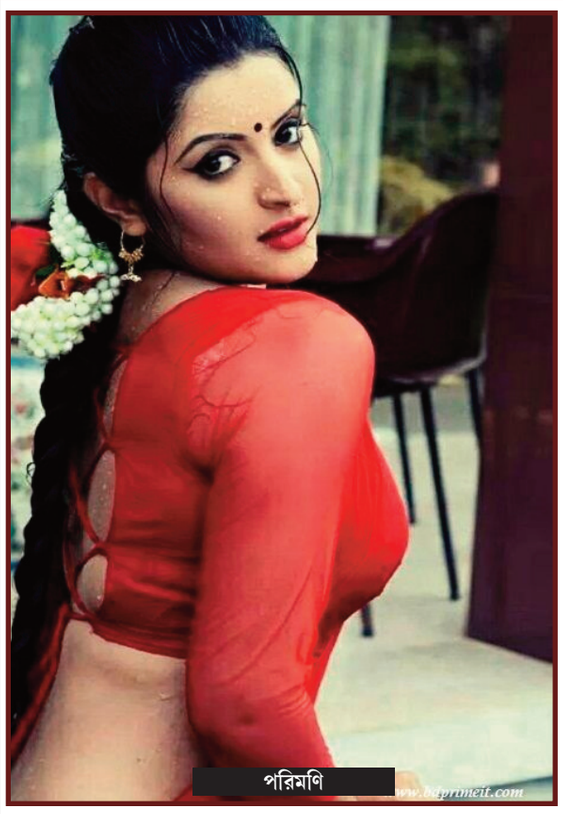

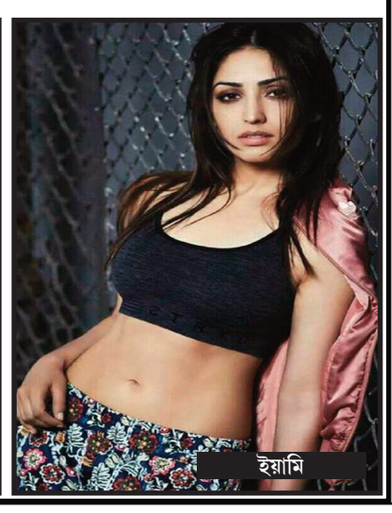

ইহামি

গ্রীষ্মে আরাম চাই ? বেছে নিন সঠিক রঙের পোশাক

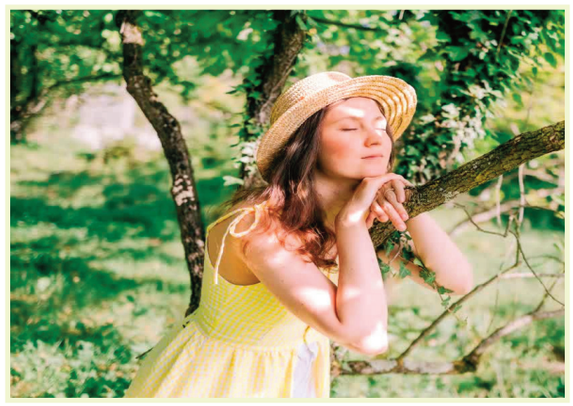

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্ম যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রখর রোদ, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে বাড়ছে অস্বস্তি। এই সময় মানুষ সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিংবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে শরীরকে স্বস্তিতে রাখতে পোশাকের রঙ এবং কাপড়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাশন বা স্টাইলের কারণে অনেকেই গাঢ় রঙের পোশাক বেছে নেন, যা গ্রীষ্মকালে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কালো, নেভি ব্লু, মেরুন ও গাঢ় বাদামি রঙ সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে। ফলে শরীর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, কালো রঙ সূর্যের আলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং অতিরিক্ত ঘাম হয়। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং ক্লান্তির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

শুধু তাই নয়, গাঢ় রঙের সঙ্গে মোটা কাপড় ব্যবহার করলে ঘাম ত্বকে আটকে থাকে। বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ঘামাচি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে।

তাই গরমে আরামদায়ক থাকতে চিকিৎসকরা সাদা ও হালকা রঙের পোশাক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন। আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন, পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডারের মতো প্যাস্টেল শেড এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রঙের পাশাপাশি কাপড় নির্বাচনেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ সুতি বা লিনেন কাপড় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে শরীর দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মে শুধু স্টাইল নয়, স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

গরমে স্নানের পর এই ভুলগুলি করছেন না তো ?

হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি

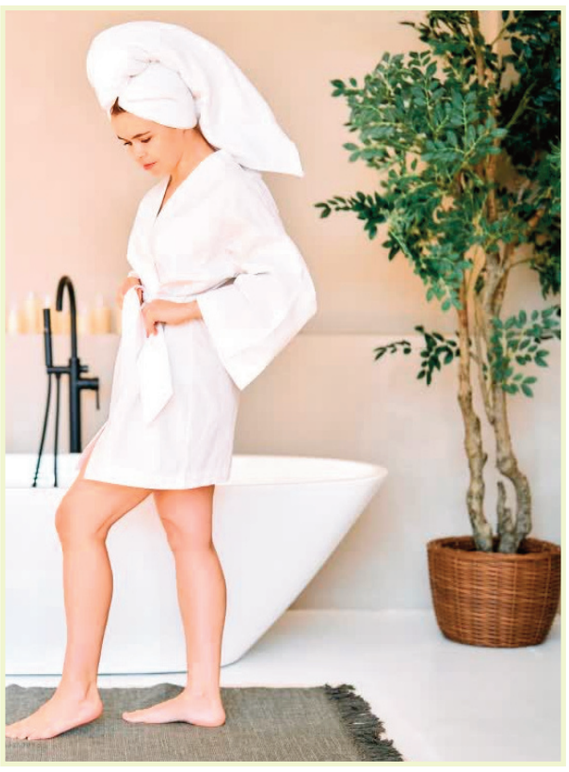

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন চরমে। তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় স্বস্তি পেতে অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু স্নান করলেই হবে না;স্নানের পর কিছু সাধারণ অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্নানের পরপরই এসি বা তীব্র গতির পাখার সামনে বসা উচিত নয়। কারণ, স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা বা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

স্নানের সঙ্গে সঙ্গে ভারী খাবার খেতেও বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেলে হজমের সমস্যার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই স্নান ও খাওয়ার মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনেকেরই অভ্যাস, রাতে স্নানের পর ভেজা চুল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া। তবে এই অভ্যাস মাথাব্যথা, চুলের ক্ষতি এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভেজাভাব থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এছাড়া,

স্নানের পরপরই রোদে বের হওয়া বা শরীরচর্চা করাও এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, স্নানের পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময়ে অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা তীব্র রোদের সংস্পর্শ শরীরে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

ত্বকের যত্নেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে শরীর জোরে ঘষার বদলে আলতোভাবে মুছে নেওয়াই ভালো। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং শুষ্কতা কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের পর শরীরকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সুযোগ করে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট এই অভ্যাসগুলি মেনে চললে গরমের দিনে শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখ

মহানগর
নয়া জামানা

সোদপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, অভিযুক্তের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

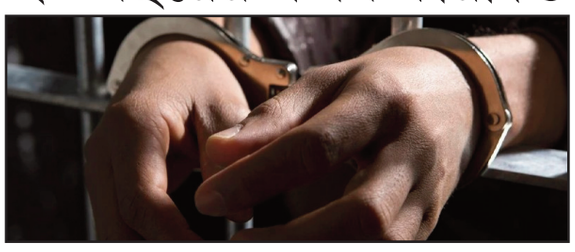

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২০২০ সালের একটি নাবালিকা যৌন নির্যাতনের মামলায় এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারাকপুরের পকসো আদালত। দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় সিংকে একই সাথে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে, যা অনাদায়ে তাকে আরও ছয় মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়া নির্যাতিতার পুনর্বাসনের জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে বড়দিনের ছুটিতে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের ঘোলা এলাকায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। সেখানেই অভিযুক্ত সঞ্জয় তার উপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে নাবালিকাটি তার হোমে ফিরে কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয়টি জানায়। হোম কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। সমস্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত এই কঠোর রায় ঘোষণা করে, যা শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় একটি বড় বার্তা বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।

ই২০ পেট্রল ! নতুন গাড়িতে সুরক্ষা নিশ্চিত, পুরোনো মডেলে সামান্য কমতে পারে মাইলেজ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল (ই-২০) ব্যবহার নিয়ে গাড়ি চালকদের মনে তৈরি হওয়া সংশয় দূর করলেন গাড়ি ও জ্বালানি শিল্পের বিশেষজ্ঞরা। কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, এই পরিবেশবান্ধব জ্বালানি গাড়ির জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশ্বজুড়ে দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৩ সালের পর বাজারে আসা বিএস-৬ মানের নতুন গাড়িগুলো ই-২০ জ্বালানির উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে।

ফলে নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তবে পুরোনো মডেলের গাড়ির ক্ষেত্রে এই জ্বালানি ব্যবহারে মাইলেজ গড়ে ৩ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলার্স ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, মাইলেজের এই সামান্য হ্রাস বড় কোনো সমস্যা নয়। গাড়ির নিয়মিত সার্ভিসিং, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত মানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে এই জ্বালানি দিয়েও নির্বিঘ্নে গাড়ি চালানো সম্ভব। এছাড়া চালকের গাড়ি চালানোর অভ্যাসের ওপরও মাইলেজ অনেকাংশে নির্ভর করে। সামগ্রিকভাবে, বায়ুদূষণ ও জ্বালানি আমদানি কমাতে ইথানল মিশ্রিত পেট্রল একটি কার্যকর ও নিরাপদ পদক্ষেপ বলেই আশ্বস্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

রবিবার আমতার কুশবেড়িয়ায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন এবং বিধায়ক কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিত সামন্ত, বিজেপি হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি দেবাশিস সামন্ত, হাওড়া গ্রামীণ জেলা কিষাণ মোর্চার সভাপতি প্রণব হাজরা, যুব মোর্চার সহ-সভাপতি শশাঙ্ক অধিকারী প্রমুখ।

কলকাতায় ট্রান্সফর্মার মেরামতির সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে কর্তব্যরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত কর্মীর নাম প্রেমানন্দ পানুয়া (৩৬)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে। পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতে বাঁশদ্রোণী থানার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পার্ক এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর পেয়ে একটি মেরামতি দল সেখানে পৌঁছায়। ট্রান্সফর্মারের হাই-টেনশন লাইনের ফিউজ সারানোর কাজ করার সময় আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন প্রেমানন্দ এবং উপর থেকে নিচে পড়ে যান। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে গভীর রাতে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে কোনও অসঙ্গতি মেলেনি। বাঁশদ্রোণী থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ ও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ জন্মবার্ষিকী উদযাপনের আগের দিনই কলকাতায় ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সকালে মধ্য কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম এই ভাঙচুরের বিষয়টি লক্ষ্য করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির বেদির একটি অংশ সম্পূর্ণ ভাঙা অবস্থায় ছিল। এর পাশাপাশি, একই এলাকায় অবস্থিত বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির বেদিও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুই ব্যক্তিত্বের মূর্তি ভাঙার এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সিসিটিভি ফুটেজে সন্দেহভাজন কার্যকলাপ চিহ্নিত করে পুলিশ রাকেশ হাজরা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই ঘটনার পেছনে সুনির্দিষ্ট কী উদ্দেশ্য ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক স্মরণসভা ও রাজনৈতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

ঠিক তার আগের দিনই এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গেছে। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন, ধৃত রাকেশের সঙ্গে অন্য কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন।

রবিবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে উলুবেড়িয়া মনসাতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে কৃষক কল্যাণমুখী ঐতিহাসিক বাজেট প্রণয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা কিষাণ মোর্চার সভাপতি প্রণব হাজরা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবাশিস সামন্ত প্রমুখ।

বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ নয়, রাজপথে সিপিএমের জোড়া মিছিল ও বিক্ষোভ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে শনিবার কলকাতার বুকে এক জোড়া বিশাল মিছিল করল সিপিএম। শিয়ালদহ ও হাওড়া; দুই স্টেশন থেকেই দলের পৃথক দুটি মিছিল পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের (ফেয়ারলি প্লেস) উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। তবে মিছিল দুটি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মহম্মদ আলি পার্কের কাছে পৌঁছাতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে পথ আটকে দেয়।

এরপরই বাম সমর্থকেরা সেখানে বসে পড়েন এবং দুই মিছিল একত্রিত হয়ে একটি বড় প্রতিবাদ সভায় রূপ নেয়। সিপিএম নেতৃত্বের মূল দাবি, হকারদের বিকল্প রুটিরুজির বন্দোবস্ত না করে এভাবে আচমকা উচ্ছেদ করা হলে হাজার হাজার পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়বে। তাই অবিলম্বে এই অভিযান বন্ধ রেখে আগে পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়েছে। এই প্রতিবাদী মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জিয়াউল আলম-সহ দলের প্রথম সারির একাধিক নেতৃত্ব। বিক্ষোভ সভা থেকে মহম্মদ সেলিম কড়া ভাষায় রাজ্য ও রেল কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন। তিনি সাফ জানান, হকারদের এই রুটিরুজির লড়াইয়ে বামপন্থীরা সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছে। একইসঙ্গে সরকারি কোনো মৌখিক আশ্বাস বা ঘোষণার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে, হকারদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার আন্দোলন জারি রাখার আহ্বান জানান তিনি। পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, এদিন অফিসে কোনো পদস্থ আধিকারিক উপস্থিত না থাকায় শেষ পর্যন্ত স্মারকলিপি জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এই বিশাল মিছিল ও দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা পথসভার কারণে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মৃৎশিল্পীদের স্বস্তি, দুর্গাপুজোর আগে মাটির লরি আটকে হয়রানি বন্ধের কড়া নির্দেশ রাজ্য পুলিশের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই উৎসবের মরসুমে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাঁদের কাজকে আরও মসৃণ করতে এক বড়সড় ও সদর্থক পদক্ষেপ নিল রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। প্রতিমা তৈরির প্রধান উপাদান হলো মাটি, আর সেই মাটিবোঝাই লরি যাতে রাজ্যের কোথাও অযথা আটকে না রাখা হয় এবং কোনওরকম হেনস্থার শিকার না হতে হয়, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অত্যন্ত কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। প্রশাসনের এই কড়া মনোভাবের জেরে পুজোর মুখে প্রতিমা তৈরির কাজে গতি আসবে এবং মৃৎশিল্পীদের দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার, বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এবং পুলিশের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকেই রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেন, মৃৎশিল্পের কাজের জন্য যে সমস্ত মাটিবোঝাই লরি যাতায়াত করছে, সেগুলিকে কোথাও অপ্রয়োজনীয়ভাবে আটকে রাখা যাবে না। লরিগুলির যাতায়াত যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ও মসৃণ হয়, তার দিকে পুলিশকে কড়া নজর রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, কোনও এলাকায় যদি মাটির লরি চলাচলে কোনও সমস্যা তৈরি হয়, তবে পুলিশকে উদ্যোগী হয়ে সেই লরিগুলিকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। বেশ কিছু দিন ধরেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি এবং অন্যান্য অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের পক্ষ থেকে একটি গুরুতর অভিযোগ আসছিল। শিল্পীদের দাবি ছিল, লরির সমস্ত বৈধ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা ও রাস্তায় পুলিশ বা স্থানীয় স্তরে মাটিবোঝাই লরিগুলিকে আটকে রেখে অনর্থক হয়রানি করা হচ্ছে।

এর ফলে সঠিক সময়ে কুমোরটুলিতে মাটি পৌঁছাচ্ছিল না, যা প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। পুজোর আর বেশি দিন বাকি না থাকায় এই জোগানের ঘাটতি গোটা উৎসবের প্রস্তুতিতে একটা বড়সড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। মৃৎশিল্পীদের এই তীব্র উদ্বেগের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য পুলিশ তড়িঘড়ি এই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশাসনের শীর্ষ মহলের আশা, ডিজির এই কঠোর ও স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর মাঠপর্যায়ে মাটির সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। রাজ্যজুড়ে মৃৎশিল্পীরা কোনওরকম প্রশাসনিক জটিলতা বা অযথা বাধা ছাড়াই প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ করতে পারবেন। দুর্গাপুজোর ঠিক আগের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পুলিশের এমন সহানুভূতির বার্তা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বড়সড় স্বস্তি ফিরে এসেছে। এখন কোনও রকম হেনস্থা ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর প্রতিমা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশাবাদী শিল্পী মহল।

বকেয়া বিলের জেরে ঠিকাদারদের কর্মবিরতি, পুজোর আগে থমকে যাওয়ার মুখে কলকাতার উন্নয়ন

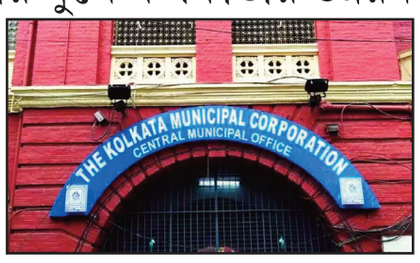

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দীর্ঘদিনের বকেয়া বিল না মেটানোর কারণে কলকাতা পুরসভার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ঠিকাদারদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পুরনো পাওনা টাকা সম্পূর্ণ না মিটলে তারা নতুন কোনো টেন্ডারে অংশ নেবেন না। ফলে সামনেই পুজো অথচ তার আগে শহরের রাস্তা সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বস্তি উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়নের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে খবর, গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাবদ ঠিকাদারদের প্রায় চার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। একাধিক কাজ সফলভাবে শেষ হলেও এখনও পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ বিল মেলেনি বলে অভিযোগ। বিশেষ করে 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের বহু কাজের অর্থ আটকে থাকায় ঠিকাদারদের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন রাস্তা মেরামত, আলো বসানো ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একের পর এক টেন্ডার ডাকা হলেও ঠিকাদাররা তাতে সাড়া দিচ্ছেন না। জল সরবরাহ ও নিকাশি দপ্তরের দাবি, বহু এলাকায় রাস্তা খোঁড়ার পর মেরামতের কাজ আটকে রয়েছে। এমনকি ওয়ার্ক অর্ডার জারি হওয়ার পরও বকেয়া টাকার অভাবে কাজ শুরু করতে চাইছেন না ঠিকাদাররা। প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ঠিকাদারদের অনড় অবস্থানের জেরে পুরসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ আপাতত বিশ বাঁও জলে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

৬ জুলাই ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

শিশু মঙ্গল সমিতি দুর্নীতি মামলায় বহাল উদয়ন গুহের জেল হেফাজত

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ শিশু মঙ্গল সমিতির দুর্নীতির মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল দিনহাটা আদালত। শনিবার পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত শেষে তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক এই নির্দেশ দেন। আগামী ১৭ জুলাই তাঁকে ফের আদালতে হাজির করানো হবে। এদিন উদয়ন গুহের আইনজীবী নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন করেননি। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, ইতিমধ্যেই এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়েছে। আইনি নিয়ম অনুযায়ী, উচ্চতর আদালতে জামিনের আবেদন বিচারাধীন থাকলে একইসঙ্গে নিম্ন আদালতে সেই আবেদন করা যায় না। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন রাত থেকেই উদয়ন গুহ জনসমক্ষে ছিলেন না। দিনহাটা পুরসভার 'হাউস ফর অল' প্রকল্পে উপভোক্তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। গত ১১ জুন কলকাতার ফুলবাগান থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে দিনহাটা থানার পুলিশ তাঁকে ট্রানজিটে নিয়ে এসে আদালতে তোলে এবং প্রথমে ছয় দিনের পুলিশি হেফাজত পায়। পরবর্তীতে তদন্ত চলাকালীন শিশু মঙ্গল সমিতির দুর্নীতির মামলাও তাঁর বিরুদ্ধে যুক্ত হয়। ওই মামলায় পুলিশ ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন জানালেও শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আদালত প্রথমে পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

পরে তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়। সেই মেয়াদ শেষ হলে শনিবার পুনরায় আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। উদয়ন গুহকে আদালতে আনার সময় দিনহাটা আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলা পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও মোতায়েন করা হয়। আদালত চত্বর ও আশপাশে কড়া নজরদারি চালানো হয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এই মামলার তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগের আর্থিক লেনদেন, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং সম্ভাব্য অন্যান্য অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর রয়েছে।

সাইবার জালিয়াতদের নিশানায় শিক্ষামন্ত্রী হোয়াটস্যাপে টাকা চেয়ে প্রতারণার ফাঁদ

সুকমল ঘোষ ।। নয়া জামানা ।। ফালাকাটা

এবার সাইবার প্রতারকদের নিশানায় খোদ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে টাকা চেয়ে বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার ফালাকাটার বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নিজের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি সকলকে জানান। তিনি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে বলেন, তাঁর মোবাইল নম্বর বা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কেউ যদি টাকা চেয়ে বার্তা পাঠায়, তাহলে যেন কেউ সেই বার্তায় সাড়া না দেন বা অর্থ পাঠিয়ে প্রতারণার শিকার না হন। একইসঙ্গে তিনি সকলকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন জানান। জানা গিয়েছে, হ্যাকাররা মন্ত্রীর পরিচিত একাধিক ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, কয়েকজন ওই বার্তাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে টাকা পাঠিয়েও দিয়েছেন।

যদিও কতজন প্রতারণার শিকার হয়েছেন বা কী পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পরই শিক্ষামন্ত্রী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেন। তিনি জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হলো, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং প্রতারণার টাকা কোথায় গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষের সোশ্যাল মিডিয়া ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে প্রতারণার ঘটনা বাড়ছে। এই ঘটনার পর আবারও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অপরিচিত বা সন্দেহজনক বার্তার ভিত্তিতে কখনও অর্থ লেনদেন না করে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

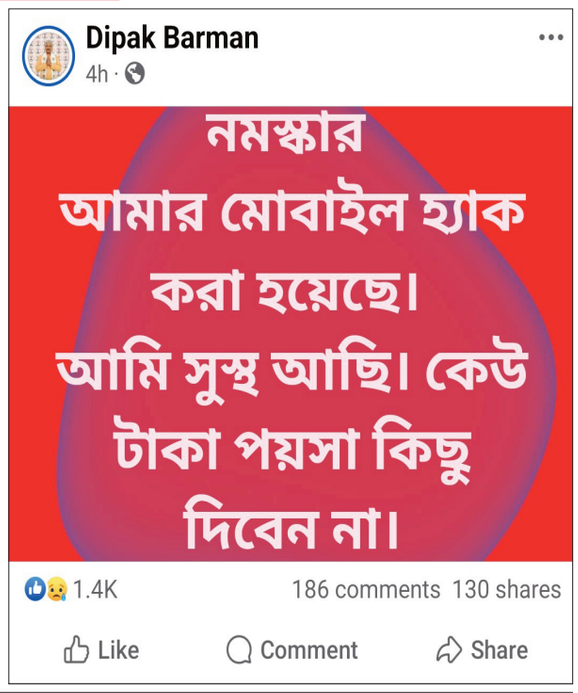

মোবাইল অ্যাপে ই-রিক্সা নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ লিথিয়াম ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সার ব্যাটারি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তরবঙ্গজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ই-রিক্সা চালকদের দাবি, চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ ব্যাটারির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গাড়ি মাঝরাস্তায় থেমে যাচ্ছে, ফলে যাত্রী নিরাপত্তা ও চালকদের জীবিকা দুটোই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। অভিযোগ, ব্যাটারির ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর সঙ্গে যুক্ত একটি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ব্লুটুথের মাধ্যমে ব্যাটারির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ফলও প্রকাশিত হয়নি। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে,

কিছু বিএমএস-এ দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বা অনিরাপদ ব্লুটুথ সংযোগ থাকলে অপব্যবহারের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিবহন ও প্রযুক্তি মহলের মত,

বিষয়টি পুলিশ, সাইবার ক্রাইম শাখা, পরিবহন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের যৌথ তদন্তের আওতায় এনে ব্যাটারি প্রস্তুতকারী সংস্থার সফটওয়্যারের নিরাপত্তা নিরীক্ষা করা জরুরি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এটি রাজ্যের হাজার হাজার ই-রিক্সা চালকের জন্য বড় ধরনের নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সংকটের কারণ হতে পারে।

পরিচ্ছন্ন শহরের লক্ষ্যে মাসিক অভিযান এমইএসির

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি শহরকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও প্লাস্টিকমুক্ত গড়ে তুলতে প্রতি মাসের প্রথম রবিবার বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে ময়নাগুড়ি এনভায়রোমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব (এমইএসি)। রবিবার সেই কর্মসূচির সূচনা হয় পোস্ট অফিস মোড় থেকে ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত এলাকায়। অভিযানে রাস্তার ডিভাইডারের পাশ থেকে প্লাস্টিক, আগাছা, আবর্জনা ও অন্যান্য বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখতে এলাকাজুড়ে ব্লিচিং পাউডারও ছড়ানো হয়। ক্লাবের সদস্যরা গ্লাভস, বস্তা-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নেন। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই নয়, এদিন পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন, যেখানে-সেখানে আবর্জনা না ফেলা এবং শহরকে পরিষ্কার রাখতে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ক্লাবের সদস্য অসীম চ্যাটার্জী বলেন, শুধু একদিনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান যথেষ্ট নয়। পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিককে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই প্রতি মাসের প্রথম রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও ময়নাগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ধারাবাহিকভাবে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে। সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণেই একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও প্লাস্টিকমুক্ত ময়নাগুড়ি গড়ে তোলা সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেছেন ক্লাবের সদস্যরা।

অবৈধ বালি উত্তোলনে আটক ট্রাক্টর, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ মাঞ্জা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে এক ট্রাক্টর চালককে গ্রেফতার করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

দীর্ঘদিন ধরেই মাঞ্জা নদী থেকে অনুমতি ছাড়াই বালি তোলার অভিযোগ উঠছিল। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদী এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ বালি বহনকারী কয়েকটি ট্রাক্টর পালিয়ে গেলেও একটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। চালকের কাছে বালি পরিবহনের বৈধ নথিপত্র চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন। এরপর অবৈধ বালি উত্তোলন, বালি চুরি এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ট্রাক্টর চালক থমাস কজুরকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত মাঞ্জা চা বাগানের ৮ নম্বর লাইনের বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত ট্রাক্টরটি থানায় নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।

কন্টেনারে মহিষ পাচারচেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেনার থেকে ২৬টি মহিষ উদ্ধার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় চালক আইজুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আসামের কোকরাঝাড় জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এএইচ-০২ জাতীয় সড়কের স্কুলডাঙ্গি মোড়ে নাকা চেকিং চলাকালীন উত্তরপ্রদেশের নম্বরযুক্ত একটি সন্দেহজনক কন্টেনার আটক করা হয়। তল্লাশিতে ২৬টি মহিষ উদ্ধার হয়। চালকের কাছে পশু পরিবহনের বৈধ নথি চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মহিষগুলো বিহার থেকে আসামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পশু পাচারের অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মহিষগুলোকে খোয়ারে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

জর্দা নদী থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির আনন্দনগর লাল বাবা মন্দির সংলগ্ন জর্দা নদী থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে শনিবার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে এক যুবক দেহটি ভেসে আসতে দেখে তীরে তুলে আনেন। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে মৃতের পরিচয় স্বপন বর্মন (৪৫) হিসেবে শনাক্ত হয়। তাঁর বাড়ি ময়নাগুড়ির ময়নামাপাড়া কারখানা এলাকায়। স্থানীয়দের অনুমান, তিনি নদীতে স্নান করতে নেমে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকতে পারেন।

জানা গিয়েছে, স্বপনবাবু পেশায় ডায়নামো ফিটার ছিলেন, বর্তমানে কর্মহীন ছিলেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক

তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলের ট্যাঙ্কে লুকোনো ব্রাউন সুগার

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বাংলা-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন সিঙিয়াজোত এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় চুন চুন দেবী (২৯) নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়। বাড়ির ছাদের উপর থাকা জলের ট্যাঙ্কের ভিতরে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, ধৃত চুন চুন দেবী বিহারের মধুবনী জেলার বাসিন্দা এবং স্থানীয় বাসিন্দা এমডি ফারুকের বাড়িতে দোকান ভাড়া নিয়ে মাদক কারবার চালাতেন। কয়েকদিন আগেই মাদক পাচারের অভিযোগে এমডি ফারুককে গলগলিয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, দু'জনেই একটি সক্রিয় মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের উৎস এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

সাইবার জাল ভেঙে উদ্ধার টাকা

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে ফের সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ।

জেলার সাইবার ক্রাইম টিমের তৎপরতায় তিন ভুক্তভোগীর মোট ১৬,৫০০ টাকা উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালচিনি ও ফালাকাটা থানার দুই বাসিন্দা সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে যথাক্রমে ৯,৩০০ ও ২,২০০ টাকা হারান। অভিযোগ পাওয়ার পরই দুই থানার সাইবার টিম দ্রুত তদন্তে নেমে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতারকদের জাল ভেঙে সম্পূর্ণ ১১,৫০০ টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দেয়। অন্যদিকে, পৃথক এক ঘটনায় তদন্তকারী অফিসার এএসআই জয়কান্ত বর্মনের উদ্যোগে আরও এক প্রতারিত ব্যক্তির ৫,০০০ টাকা উদ্ধার করা হয় এবং তা সশরীরে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। খোয়া যাওয়া টাকা ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগীরা। পাশাপাশি সাইবার প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে
দৈনিক নয়া জামানা

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 06-07-2026 11:07 Page 6

১৪ দফা দাবিতে বিডিও-কে ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-এর

আইয়ুব আলী, নয়া জামানা, সালার ঃ জনস্বার্থমূলক ১৪ দফা দাবি নিয়ে এদিন সরগরম হয়ে উঠল সালার। সিপিআই(এম)-এর সালার এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বিকেল নাগাদ সালার রেল স্টেশন এলাকা থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। লাল পতাকায় সজ্জিত সেই মিছিল সালারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে ভরতপুর-২ বিডিও অফিসে পৌঁছায়। সেখানে বিডিও-র হাতে ১৪ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন দলের নেতৃত্ব। পরে বিডিও অফিস চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভা। দাবিপত্রে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করে বকেয়া মজুরি পরিশোধ করতে হবে,পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, পুনর্বাসন ছাড়া কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না এবং বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা-সহ সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও রাস্তা সংস্কার, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, ধানের ন্যায্য সহায়ক মূল্য, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ-সহ মোট ১৪ দফা দাবি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হয়।পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার সমাধানে সরকার ব্যর্থ। তাই মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলন আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তাঁরা। এদিনের কর্মসূচিতে জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সালার এলাকার সিপিআই(এম)-এর নেতৃবৃন্দ, কর্মী-সমর্থক এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ হলেও গোটা সালার এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অটোচালকদের কাছ থেকে মাস্থলি আদায়, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন বিজেপি মজদুর সেলের

রাজু শেখ, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ উমরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অটোচালকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাস্থলি টাকা আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, নিজেদের বিজেপির নামধারী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অটোচালকদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা তুলছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রবিবার রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল। এদিন সকাল থেকেই বহু অটোচালক রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে জমায়েত হন।ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নেতৃত্বে তারা থানার উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন জমা দেন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কিছু তোলাবাজ বিজেপির নাম ব্যবহার করে সাধারণ অটোচালকদের ভয় দেখিয়ে জোর করে মাসিক টাকা আদায় করছে। এর ফলে চালকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আতঙ্কের পরিবেশও তৈরি হয়েছে।ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ধরনের তোলাবাজির সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। যারা দলের নাম ভাঙিয়ে বেআইনি কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তারা প্রশাসনের কাছে দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।অটোচালকদের বক্তব্য, প্রতিদিনের সীমিত আয়ের উপর নির্ভর করেই তাদের সংসার চলে। তার মধ্যেও জোর করে মাসিক টাকা দিতে বাধ্য করা হলে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই ধরনের বেআইনি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি অটোচালকদের হয়রানীর বিরুদ্ধেও সরব হন বিজেপি মজদুর সেলের নেতৃবৃন্দ।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে চরম উত্তেজনা,আটক ৪

নয়া জামানা ,রঘুনাথগঞ্জ ঃ থানার নয়া মুকুন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সাইমা বিবি (৫০) শনিবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি করার পর দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, রোগীর চিকিৎসা নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিজনদের সঙ্গে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী, চিকিৎসক এবং নার্সিং স্টাফদের বচসা বাধে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই সময় কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করা হয় এবং নার্সিং স্টাফদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়। ঘটনায় হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিষেবা কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয়।খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।অন্যদিকে, রোগীর পরিবারের তোলা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা বিরাজ করলেও রঘুনাথগঞ্জ এর বিশাল পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা;দুই বিষয় নিয়েই তদন্ত চলায় গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

মসজিদ থেকে সাউন্ড সিস্টেম চুরি, উদ্ধার ৬টি মেশিন,গ্রেফতার ২

নয়া জামানা, কান্দি ঃ মসজিদ থেকে সাউন্ড সিস্টেম চুরির ঘটনায় সাফল্য পেল খড়গ্রাম থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে মোট ছয়টি সাউন্ড সিস্টেম মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই দিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত পার্বতীপুর এলাকার একটি মসজিদ থেকে একটি সাউন্ড সিস্টেম মেশিন চুরি যায়। ঘটনার পর মসজিদ কর্তৃপক্ষ খড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেন খড়গ্রাম থানার এসআই সুমন হরি।
তদন্তের সূত্র ধরে প্রথমে নবগ্রাম এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে মোট ছয়টি সাউন্ড সিস্টেম মেশিন উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মেশিনগুলির মধ্যে পার্বতীপুর মসজিদ থেকে চুরি যাওয়া মেশিনটিও রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া বাকি মেশিনগুলির উৎস সম্পর্কেও তদন্ত চলছে। শনিবার ধৃত দুই অভিযুক্তকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ।

কর্মসংস্থানে বাড়তি সুযোগ, শুরু ১২৫ দিনের কাজ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু হওয়ায় খুশির হাওয়া বইছে মুর্শিদাবাদের শ্রমিক মহলে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের অভাব এবং কাজের সন্ধানে জেলার বহু শ্রমিককে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হলেও, নতুন এই উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের প্রসাদপুর গ্রামে ইতিমধ্যেই ১২৫ দিনের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শ্রমিকদের দৈনিক ৩২৫ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে। কাজ শুরু হতেই শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ ও সন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই থেকে সংশোধিত মজুরি কাঠামো কার্যকর হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় ১২৫ দিন পর্যন্ত সবেতন কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্পের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকার নিচে রাখা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের দাবি, নতুন মজুরি কাঠামোর ফলে সারা দেশে গড়ে ১০ শতাংশেরও বেশি মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও অসমের মতো রাজ্যগুলিতে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডে সর্বোচ্চ প্রায় ২৪.৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে পারে। আগে এই প্রকল্পে সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ২৪১ টাকা এবং জাতীয় গড় ছিল ২৯৮.৮০ টাকা। সংশোধিত ব্যবস্থায় জাতীয় গড় মজুরি বেড়ে হয়েছে ৩২৭.৪০ টাকা। বিভিন্ন রাজ্যে মজুরির হার আলাদা হলেও কোথাও তা ৩০০ টাকার কম হবে না। বর্তমানে হরিয়ানায় দৈনিক মজুরি ৪০৯ টাকা, গোয়ায় ৪০৬ টাকা, কেরলে ৪০১ টাকা এবং সিকিমের উচ্চ পার্বত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের শ্রমিকদের বক্তব্য, জেলায় পর্যাপ্ত শিল্প না থাকায় এতদিন কাজের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হতো। এখন ১২৫ দিনের কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং অনেক পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবে বলে তাঁদের আশা।

ওড়িশায় মৃত্যু জঙ্গিপুরের যুবকের, শোকের ছায়া এলাকায়

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ফের চরম বিপত্তি। ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল জঙ্গিপুরের এক যুবকের। মৃতের নাম বাবর সেখ (২৬)। তিনি জঙ্গিপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিকলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যুবকের অকাল মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।সংসারের অভাব অনটন মেটাতে আর পাঁচটা যুবকের মতোই ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন বছর ছাব্বিশের বাবর সেখ।ওড়িশার টিউঝাড় রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তিনি।
কিন্তু কে জানত, সেই ওড়িশাই কেড়ে নেবে তাঁর প্রাণ! পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেখানে কাজ করার সময়ই আচমকা ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান বাবর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।রবিবার সকালে বাবরের নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা বাবা-মা। কান্নার রোল কাদিকলা গ্রাম জুড়ে। প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন।বাবরের মা বলেন সংসারটা টানার জন্যই ছেলেটা বাইরে গিয়েছিল। এভাবে যে সব শেষ হয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না। আমরা ওর দেহের অপেক্ষায় ছিলাম, এখন পুরো পরিবারটা ভেসে গেল। উপার্জনক্ষম যুবকের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ অসহায়। দেহ গ্রামে আসার পর এলাকায় শোকের পরিবেশ আরও ঘনীভূত হয়েছে।ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ফের প্রাণ হারালেন বাংলার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিক। ওড়িশার টেউঝাড়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করার সময় ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল জঙ্গিপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিকলা গ্রামের যুবক বাবর সেখের (২৬)। দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

ওসির দেহরক্ষী সেজে বিয়ে, ভুয়ো পরিচয় ফাঁস হতেই গ্রেফতার যুবক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃশক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের (ওসি) দেহরক্ষী পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন এলাকায় ঘোরাফেরা, সেই পরিচয়েই বিয়ে;শেষ পর্যন্ত ভুয়ো পরিচয় ফাঁস হতেই খোদ শক্তিপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন এক যুবক। শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম কামালউদ্দিন মির্জা (২৫)। তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রামে। প্রায় দেড় মাস আগে তিনি মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার লাহারপাড়া গ্রামে এসে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।
অভিযোগ, ওই সময় থেকেই তিনি পুলিশ কনস্টেবলের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজেকে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের 'দেহরক্ষী' বলে পরিচয় দিতেন। এই পরিচয়ের সূত্রেই লাহারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অজগর শেখের মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। থানার বড়বাবুর দেহরক্ষী পরিচয়ে পাত্র পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকেও বিয়েতে সম্মতি দেওয়া হয়। গত ৩০ জুন ধুমধাম করে তাঁদের বিয়েও সম্পন্ন হয়। তবে বিয়ের পর থেকেই কামালউদ্দিনের আচরণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের মনে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, কামালউদ্দিনের পরিচয় নিয়ে অসঙ্গতি রয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁর তথাকথিত সরকারি পরিচয়পত্র দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরিচয়পত্রে নাম ও পদবীর লেখার ধরনে অসামঞ্জস্য, পাশাপাশি কোনও এক কমান্ড্যান্টের স্বাক্ষর থাকায় সেটি ভুয়ো বলে সন্দেহ হয়। বিষয়টি তিনি অজগর শেখ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানান। এরপর অভিযোগ পৌঁছয় শক্তিপুর থানায়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, কামালউদ্দিন মির্জা পুলিশ কনস্টেবল নন এবং তিনি একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করছিলেন। শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ভুয়ো সরকারি পরিচয় ব্যবহার-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। কীভাবে তিনি পুলিশি পোশাক ও ভুয়ো পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্যাঁটা ভাঙ্গা মন্তব্যে রেজিনগর থানায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ, ফের ১৪ জুলাই তলব হুমায়ুনকে

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ স্যাঁটা মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের জেরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শনিবার রেজিনগর থানায় হাজিরা দেন। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। থানার বাইরে বেরিয়ে বিধায়ক অভিযোগ করেন, তাঁকে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে তিনি পুলিশের পাশাপাশি রাজ্যের ডিজিপির কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। শনিবার দুপুর সাড়ে ৩টা নাগাদ থানা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাকে আঘাত করলে আমি তো রসগোল্লা খাওয়াব না।তাঁর দাবি, বিভিন্ন ফোন নম্বর থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আইন কি শুধু হুমায়ুন কবীরের জন্য? আমাকে আঘাত করা হলে কোনও ব্যবস্থা হবে না, আর আমি পাল্টা কিছু বললেই আমার বিরুদ্ধে তৎপরতা বাড়বে;গণতন্ত্রে এটা হতে পারে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রায় ১০ পাতার একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল। শুধু ২৬ জুনের বিতর্কিত মন্তব্য নয়, হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে পূর্বের একাধিক অভিযোগ নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। পুরো জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার ভিডিও রেকর্ডিংও করা হয়েছে। তবে হুমায়ুনের দাবি, তাঁকে করা প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তিনি দিয়েছেন এবং কেন ওই মন্তব্য করেছিলেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি জানান, আগামী ১৪ জুলাই সকাল ১১টায় তাঁকে ফের রেজিনগর থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে এবং তিনি সেই নির্দেশ মেনে হাজির হবেন।
উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন রেজিনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির এক সভায় হুমায়ুন কবীর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মলয় মহাজন এবং জেলা প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে একাধিক মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যের ভাষা ও শব্দচয়ন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে, তাঁর মন্তব্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর প্ররোচনা দিয়েছে।

দলীয় সংগঠন মজবুত করতে জঙ্গিপুরে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ২৪ ঘণ্টার মহা প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিলেন জঙ্গিপুর বিজেপির টাউন সভাপতি তন্ময় দাস এবং পৌর মণ্ডলের কর্মী-সমর্থকরা। সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দলের নীতি-আদর্শ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়, জনসংযোগ বৃদ্ধি, বুথভিত্তিক কার্যক্রম এবং দলীয় কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃত্ব কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের পাশে থেকে দলের আদর্শকে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে হবে এবং সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। আয়োজকদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কর্মীদের আরও দক্ষ ও সুসংগঠিত করে তুলতে এই ২৪ ঘণ্টার মহা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা ভবিষ্যতে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

লালগোলায় অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই, উদ্ধার ৩ আগ্নেয়াস্ত্র ও ২১ কার্তুজ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলা থানার আমতলা মোড় এলাকা থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬টি ম্যাগাজিন, ২১টি কার্তুজ এবং একটি দামি মোটরসাইকেল-সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আসাদুল শেখ (৩১) ও মুকসেদুল হোসেন (২৭)। আসাদুলের বাড়ি সাগরপাড়া থানার পূর্ব কাজিপাড়া এলাকায় এবং মুকসেদুলের বাড়ি ইসলামপুর থানার ফিরোজপুর গ্রামে। পুলিশের দাবি, ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় এসেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগোলা থানার পুলিশ আমতলা মোড়ে নজরদারি শুরু করে। গভীর রাতে একটি মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ তাদের থামিয়ে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে মোটরসাইকেল থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬টি ম্যাগাজিন এবং ২১টি কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপরই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মোটরসাইকেলটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় লালগোলা থানায় একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

পৌরসভার পর এবার গাজোলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস, উচ্ছ্বসিত বাসিন্দারা

স্বরূপ সাহা,নয়া জামানা,মালদা ঃ পৌরসভা ঘোষণার পর এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নতুন অফিস গাজোলে গড়ে তোলার ঘোষণা ঘিরে খুশির আবহ মালদার গাজোলে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার পর এলাকাবাসীর একাংশের আশা, প্রশাসনিক গুরুত্ব বাড়ার পাশাপাশি আগামী দিনে আরও উন্নয়নের পথ খুলবে গাজোলে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাজোলকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস গাজোলে স্থাপনের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, গৌড়বঙ্গের তিন জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এই অফিস থেকে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।গাজোলের বাসিন্দা ভাস্কর রায় চৌধুরী বলেন, পৌরসভা পাওয়াই ছিল বড় প্রাপ্তি। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস গাজোলে হওয়া আরও বড় অর্জন।গাজোল এমন একটি জায়গা, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। এই সিদ্ধান্তে গাজোলের

গুরুত্ব আরও বাড়বে। আগামী দিনে ফায়ার ব্রিগেডের মতো দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ হবে বলে আশা করছি। অন্য বাসিন্দা প্রশান্ত মিত্র বলেন, এই ঘোষণায় আমরা গর্বিত। পৌরসভার পর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর গাজোলে আসায় এলাকার উন্নয়নের সম্ভাবনা বেড়েছে। সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, বাকি পরিকাঠামোগত দাবিগুলিও ধাপে ধাপে পূরণ হবে।আরও এক বাসিন্দার কথায়, গাজোল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এই অফিস চালু হলে এলাকার গুরুত্ব যেমন বাড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে।যদিও বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, উন্নয়নের পাশাপাশি গাজোলের দীর্ঘদিনের কিছু সমস্যা, যেমন ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন এবং লোকালয়ের মধ্যে থাকা মদের দোকান সরানোর বিষয়েও সরকার ও প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস গাজোলে চালু হলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গতি আসার পাশাপাশি গৌড়বঙ্গ অঞ্চলের উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা এলাকাবাসীর।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে বিজেপির দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, চোপড়া ঃ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ ও সাংগঠনিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বিজেপির মহা প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। রবিবার বিকেলে শ্রীকৃষ্ণপুর প্রাইমারি স্কুলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করেন দলীয় নেতৃত্ব।দলীয় সূত্রে জানা যায়, চোপড়া বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৮৮ জন কর্মীর নাম নথিভুক্ত করা হয় বলে জানানো হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, সাধারণ মানুষের কাছে দলের আদর্শ ও কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বুথভিত্তিক সংগঠন পরিচালনার

বিভিন্ন দিক নিয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি নির্বাচনী প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিষয়েও আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি অসীম দাস, ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জিবেশ বারোই, মণ্ডল সম্পাদক মনোজ ঘোষ, ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস, সহ-সভাপতি দেবু দা, কনভেনার মিহির দাস-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।দলীয় নেতৃত্বের আরও দাবি, এবারের প্রশিক্ষণ শিবিরে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মী অংশগ্রহণ করেছেন।তাঁদের মতে, এটি এলাকায় দলের সাংগঠনিক বিস্তারের ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে।উল্লেখ্য, শিবিরের সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়েও দলের পক্ষ থেকে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়।

পচা গন্ধের সূত্র ধরে মিলল ঝুলন্ত দেহ

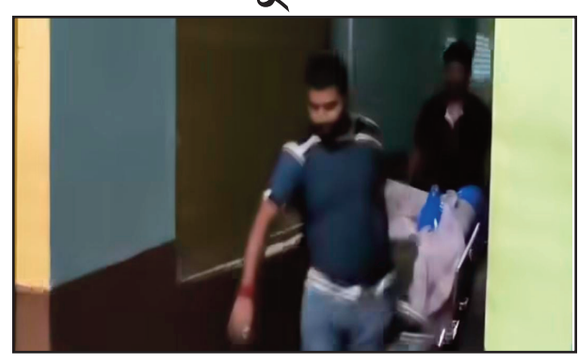

নয়া জামানা,মালদা ঃ সকাল থেকেই মালদা শহরের মকদমপুর বাঁশুলিতলা এলাকার একটি বাড়ির দিক থেকে ভেসে আসছিল তীব্র পচা দুর্গন্ধ।প্রথমে কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও সন্ধ্যার দিকে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়েই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর ঘটনা।বাড়ির তিনতলার একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত ও পচন ধরা মৃতদেহ।মৃতের নাম অরুণ কুমার হালদার (৫৮)।তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং একসময় সোনার অলঙ্কার তৈরির কারিগর হিসেবে কাজ করতেন। তবে বেশ কিছুদিন ধরে কর্মহীন অবস্থায় ছিলেন এবং ছোট ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গেই বসবাস করতেন।স্থানীয়দের দাবি, গত বৃহস্পতিবার শেষবারের মতো তাঁকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয় এবং খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের এক সদস্যের দাবি, অরুণবাবু দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তবে এটি আত্মহত্যা, নাকি মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

হাই স্কুল ময়দানে স্টেডিয়াম গড়ার দাবি খেলোয়াড় ও ফুটবলপ্রেমীদের

রবিন মুরমু,নয়া জামানা, হিলি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত এবং বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনীতে ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার দাবি উঠলো ফুটবল ক্রিকেট সহ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে। রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল সরকারের বিদায়ের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকতেই নতুন সরকারের কাছে ক্রিকেট ও ফুটবলপ্রেমীদের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত যারা শরীরচর্চার জন্য ত্রিমোহিনী প্রতাপ চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক ফুটবল ময়দানে নিয়মিত আসেন তাদের পক্ষ থেকে ত্রিমোহিনী হাই স্কুল মাঠকে আরো উন্নততর করার পাশাপাশি মাঠের চতুর প্রান্তে

স্টেডিয়াম অর্থাৎ জনসাধারণের বসার জন্য গ্যালারি গড়ে তোলার দাবি উঠল হিলি ব্লকের বল পাড়া পাঞ্জুল বালুপারা খারুন লস্করপুর ত্রিমোহিনী লালপুর মুলাহাট ডাবরা ইশরপাড়া জামালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার ফুটবল প্রেমীদের পক্ষ থেকে। জানা গেছে যে প্রতিনিয়ত হিলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও ফুটবল খেলার জন্য সকাল বিকাল তাহারা অংশগ্রহণ করেন। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে জনসাধারণের শরীর চর্চার জন্য মাঠের পশ্চিম উত্তর প্রান্তে একটি জিম ঘর নির্মাণ করা হলেও এখনো এই ঘরে শরীর চর্চার জন্য কোনো যন্ত্রাংশ বা মেশিনপত্র এমনকি অন্যান্য সামগ্রী এখনো বসানো হয়নি।

স্বাভাবিক কারণেই এই জিম ঘরটি কবে চালু হবে তার অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে। এই হাই স্কুল ফুটবল ময়দানে প্রতি বছর ত্রিমোহিনী আদিবাসী যুব কল্যাণ সংঘের পক্ষ থেকে বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় লালপুর যুব কল্যাণ সংঘের পরিচালনায় ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান এবং উপলক্ষে ফুটবল প্রতিযোগিতা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ফুটবল-ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।আদিবাসী যুব কল্যাণ সংঘের পরিচালনায় এই ফুটবল খেলায় হাজার হাজার দর্শকদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। তাই ত্রিমোহিনী হাই স্কুল ফুটবল ময়দানকে আরো উন্নততর করার জন্য খেলার মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে তোলার দাবি উঠলো সর্বস্তরের ক্রীড়া প্রেমীদের পক্ষ থেকে।গত বুধবার এই হাই স্কুল মাঠে সিধু কানহু হুল দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে হিলি থানার আইসি তমাল দাস বলেন যে প্রশাসনিক ভাবে একটি মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে ত্রিমোহিনী হাই স্কুল মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে তোলার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের কাছে। আশা করি বিষয়টি তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।

দীর্ঘ ১৩ বছর পর সুজালী অঞ্চলে বামেদের কর্মীসভা, একাধিক ইস্যুতে সরব নেতৃত্ব

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘ ১৩ বছর পর উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালী অঞ্চলের মাদ্রাসা হাটে অনুষ্ঠিত হলো সিপিআইএমের কর্মীসভা। দলের দাবি, দীর্ঘ বিরতির পর সুজালীর মাটিতে আয়োজিত এই কর্মীসভায় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সভায় জেলা, ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক সিপিআইএম নেতা উপস্থিত ছিলেন।সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য গৌতম বর্মন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি তৃণমূলের তৈরি করা সিন্ডিকেটের সঙ্গে সমঝোতা করে আগামী দিনে কাটমানি ও তোলাবাজির ব্যবস্থা করছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। তিনি

আরও দাবি করেন, সুজালী এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।এছাড়াও তিনি বলেন, এসআইআর ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় বহু মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগে সমস্যার মুখে পড়েছেন। তাঁদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে সিপিআইএম বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। গৌতম বর্মনের আরও দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সুজালী অঞ্চলের মানুষ নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে সিপিআইএম সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আগামী দিনে সিপিআইএম আরও শক্তিশালী হবে এবং মানুষের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।কর্মীসভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে সভায় তোলা অভিযোগগুলির বিষয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দলীয় কার্যালয় দখলকে ঘিরে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

নয়া জামানা, মালদা ঃ দলের মালদা জেলা সভাপতি ও শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই কংগ্রেস কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল দলের দুই গোষ্ঠীর নেতাকর্মীরা। মালদার চাঁচল-১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে ঘটে এই ঘটনা।হাতাহাতি ও মারধরে এক কর্মীর নাক ফেটে রক্তপাত হলে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই চাঁচল কংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সূচনা। প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহেবুব ও বহিষ্কৃত নেতা আঞ্জারুল হক ওরফে জনির অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে।দলীয় নির্দেশে আসিফ মেহেবুব কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লড়লেও আঞ্জারুল হক নির্দল প্রতীকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট শেষ হলেও দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব থামেনি।এখন সেই বিবাদই নতুন মোড় নেয়।তরলতলায় অবস্থিত ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে।এ বিষয়ে মালদহ জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন,কংগ্রেস গণতান্ত্রিক দল।

মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে তবে তা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হতে হবে। ব্ল্যাকমেল বা জোরজবরদস্তি করে কিছু আদায় করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।

পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ছে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ, ব্যাহত সার্বিক উন্নয়ন

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নানান পারিপার্শ্বিক চাপে একের পর এক বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানেরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন।শনিবার স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বালুরঘাট ব্লকের ৮ নম্বর নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমি মাহাতো, উপপ্রধান সজল মুখার্জি এবং ৯ নম্বর গোপালবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজাতা পাহান। এরা রাজনৈতিকভাবে প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিজয়ী হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছিলেন। দুইদিন আগে বালুঘাট ব্লকের ডাঙ্গা ও অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে একই পরিণতি দেখা গিয়েছে। এমনকি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান থেকে ইতিপূর্বেই পদত্যাগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী তথা জেলার বিশিষ্ট নেতা বিপ্লব মিত্রের ভাই প্রশান্ত মিত্র।ফলে নতুন সরকারের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা জেলা জুড়ে পদত্যাগের হিড়িক শুরু হয়েছে।

স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কেউ মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। কিন্তু সর্বত্র একটা কথা শোনা যাচ্ছে,পারিপার্শ্বিক নানানচাপে তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এভাবে মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে ভুক্তভোগী বাসিন্দারা মন্তব্য করছেন।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে যাওয়ার পর বিজেপি সরকারের আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস দলটি ভেঙে কার্যত অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন।পাশাপাশি শাসক দলের নানাবিধ চাপে কোনরকম কাজ করতে পারছেন না বলে পদত্যাগী প্রধান, উপপ্রধান ও তৃণমূল দলীয় নেতৃত্বের মুখে শোনা যাচ্ছে।

ক্রমশ যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাতে করে ২০২৮ সালে পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু পরিস্থিতি আরো জটিল হলে পঞ্চায়েত ভোট এগিয়ে আসতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সীমান্তে কড়া নজর রাখতে মালদায় বাড়ছে থানার সংখ্যা

নয়া জামানা,মালদা ঃ দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান, অনুপ্রবেশ ও অপরাধ দমনে আরও জোরদার হচ্ছে পুলিশের নজরদারি। সেই লক্ষ্যেই মালদা জেলায় একাধিক নতুন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি গড়ে তোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে।

বর্তমানে মালদহে ১৬টি থানা থাকলেও বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় দ্রুত পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নতুন প্রশাসনিক পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী, কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ ও বৈষ্ণবনগরের কুম্ভিরা পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হবিবপুরের জাজাইল, বামনগোলার জগদ্দলা এবং ইংরেজবাজারের মহদীপুরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ জানিয়েছেন, নতুন থানা ও ফাঁড়ি তৈরি হলে পুলিশের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং সীমান্তে নজরদারির গতি বাড়বে। এতে অপরাধ দমনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।জেলার ব্যবসায়ী মহলও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অসিত কুমার সাহা জানান,থানার সংখ্যা বাড়লে অপরাধপ্রবণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা আরও মজবুত হবে এবং মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি বাড়বে। সীমান্ত সুরক্ষায় এই উদ্যোগ মালদহের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

কুশমণ্ডি থানায় রদবদল, নতুন আইসি হলেন প্যাট্রিক ক্যারকাটা

দিলদার আলী নয়া জামানা,কুশমন্ডি ঃ রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) তরুণ সাহা-র বদলি হয়েছে। তাঁকে জঙ্গিপুর আদালতে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কুশমণ্ডি থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন প্যাট্রিক ক্যারকাটা।

এদিন কুশমণ্ডি থানায় একদিকে যেমন বিদায়ের আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল সকলেই, অন্যদিকে নতুন আইসিকে ঘিরে দেখা গেল নতুন প্রত্যাশার আবহ।নবনিযুক্ত আইসি প্যাট্রিক ক্যারকাটাকে ফুলের তোড়া দিয়ে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান থানার পুলিশকর্মী, জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। উপস্থিত সকলেই তাঁর সফল কর্মজীবন কামনা করেন এবং কুশমণ্ডি থানার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনবান্ধব পুলিশি পরিষেবাকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অন্যদিকে, বিদায়ী আইসি তরুণ সাহা প্রায় আড়াই বছর ধরে কুশমণ্ডি থানায় নিষ্ঠা, সততা, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কর্মকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে দ্রুত পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। মানুষের সঙ্গে সহজ-সরল আচরণ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মপদ্ধতির জন্য তিনি কুশমণ্ডির মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

বিদায়ের ক্ষণে অনেকের চোখেই ধরা পড়ে আবেগের ছাপ। উপস্থিত পুলিশকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তরুণ সাহার আগামী কর্মজীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য

কামনা করেন। একই সঙ্গে নতুন আইসি প্যাট্রিক ক্যারকাটাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিদায় ও বরণের এই অনন্য মুহূর্তে কুশমণ্ডি থানার প্রাঙ্গণে দায়িত্ব, মানবিকতা ও সৌহার্দ্যের এক সুন্দর বার্তা উঠে আসে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উত্তর দিনাজপুর প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক সভা কালিয়াগঞ্জে

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের ১৬ তম দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ পৌর আবাস উৎসব ভবনে অনুষ্ঠিত হলো।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ও দমকল প্রতি মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস,

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিক পাল,উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক বিবেক কুমার এবং জেলার সমস্ত প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকগন। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের আবহ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের দুই মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ও বিরাজ বিশ্বাস, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল এবং জেলা শাসক বিবেক কুমার এবং প্রেসক্লাবের সাংবাদিক গন। এরপর পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে অতিথি বরণ করা হয়।

এছাড়াও জেলার বর্ষীয়ান সাংবাদিকদের বিশেষ সম্মাননা দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে ৪১ জনের কমিটি গঠন করা

হয়।কমিটিতে মেহেদী হেদায়েতুল্লাহ সভাপতি, অমিত সরকার সাধারন সম্পাদক এবং নন্দদুলাল সরকার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত হন সুদীপ চক্রবর্তী, সুশান্ত নন্দী, তন্ময় চক্রবর্তী ও স্বরূপ দত্ত।সম্মেলন শেষে নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

৮
৬ জুলাই ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

বাঙালির গৌরবগাথা আজ ধ্বংসের মুখে

খনি গ্রাসে হারাতে বসেছে প্রিন্স দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক ‘হলেজ ঘর’

সীতারাম মুখার্জি ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম বর্ধমান

১৭৪৪ সালে ইংরেজ সাহেবরা রানিগঞ্জে প্রথম মাটির তলা থেকে কয়লা তোলার কাজ শুরু করলেও, ইতিহাস বলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই শিল্পে পা রেখেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ব্রিটিশ শিল্পপতি উইলিয়াম কার-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি গড়ে তোলেন ‘কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানি’। ১৮৩৫ সালে রানিগঞ্জের শেষ প্রান্তে দামোদর নদের তীরবর্তী নারানকুড়ি গ্রামে তৈরি হয় এক আধুনিক ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি। বাঙালি যে কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নয়, বরং শিল্পোদ্যোগেও পথপ্রদর্শক হতে পারে, দ্বারকানাথ তা প্রমাণ করেছিলেন। সে যুগে তাঁর দেখানো কারিগরি দক্ষতা আজও আধুনিক রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উত্তোলক সংস্থাগুলির কাছে এক পরম বিস্ময়। এই খনির প্রধান আকর্ষণ ছিল ‘হলেজ’ পদ্ধতি। একটি বিশাল কুয়োখাদ বানিয়ে, তার দেওয়াল কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করে মাটির গভীরে নামতেন শ্রমিকরা। আর খনি থেকে কিছুটা দূরে একটি নির্দিষ্ট ঘরে বসানো ছিল কপিকলের মতো এক বিশাল বাষ্পীয় যন্ত্র। মোটা লোহার তারে বাঁধা ডুলির

সাহায্যে সেই যন্ত্রের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে কয়লা উপরে তোলা হত এবং শ্রমিকদের ওঠানামা করানো হত। যে ঘরে এই বাষ্পীয় যন্ত্রটি ছিল, সেটিই ‘হলেজ ঘর’। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ বাষ্পের জায়গায় বিদ্যুৎ এলেও, ভারতের সমস্ত ভূগর্ভস্থ খনিতে আজও এই পদ্ধতিতেই কয়লা তোলা হয়। এই খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রশাসনিক ভবন ও আবাসন, যেখানে বসতেন দ্বারকানাথ ও উইলিয়াম কার। কাজের তদারকিতে নিয়মিত এখানে আসতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকি বালক রবীন্দ্রনাথও বাবার সঙ্গে কয়েকবার এখানে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এই খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা গরুর গাড়িতে করে নারানকুড়ি গ্রামের মুক্তেশ্বরী মন্দির ঘাটের জেটিতে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখান থেকে নৌকায় করে কলকাতার কয়লাঘাটায় পৌঁছাত। নৌপথে কয়লা পরিবহণ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দ্বারকানাথ রানিগঞ্জ থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেলপথ পাতার পরিকল্পনাও করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এক ‘নেটিভ’ বা ভারতীয়কে সেই অনুমতি দেয়নি। বর্তমানে প্রায় ১৯০ বছরের পুরনো এই ঐতিহাসিক কীর্তি চরম অবহেলার শিকার। প্রশাসনিক ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও জঙ্গলে ঘেরা সেই ‘হলেজ ঘর’ এবং জেটির কিছু অংশ আজও অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উত্তোলক সংস্থা জানিয়েছে, এই এলাকায় মাটির খুব কাছেই প্রচুর উন্নত মানের কয়লা মজুত রয়েছে, যা থেকে প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন কয়লা তোলা সম্ভব। নতুন করে কয়লা উত্তোলনের এই তৎপরতায় স্থানীয় বাসিন্দারা চরম আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, নতুন করে খননকার্য শুরু হলে বাঙালির প্রথম ও অনন্য এই শিল্প-প্রয়াসের শেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই বাণিজ্যিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই এলাকাটিকে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপত্য বা ‘হেরিটেজ সাইট’ হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যাতে আগামী প্রজন্ম বাঙালির এই গৌরবান্বিত ইতিহাসকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ পায়।

অজয় নদ থেকে অবৈধ বালি পাচার, মঙ্গলকোটে প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ধৃত ২

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দামোদরের পর এবার পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে অজয় নদ থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। শনিবার রাতে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ও ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তর যৌথভাবে মালিয়ারা মৌজায় এক অভিযান চালায়। এই অভিযানে অবৈধ বালি তোলায় জড়িত থাকার অভিযোগে একটি এক্সকাভেটরের চালক ও তার খালাসিকে আটক করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মালিয়ারা মৌজার ওই নির্দিষ্ট প্লটটি সরকারি নিলামের মাধ্যমে আইনিভাবে ইজারা পেয়েছিল একটি সংস্থা। পরিবেশগত ছাড়পত্র-সহ সমস্ত বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও, তারা কাজ শুরু করার আগেই স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বহিরাগতরা এক্সকাভেটর দিয়ে সেখান থেকে অবৈধভাবে বালি চুরি করছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বালি

পাচারের সুবিধার্থে তারা স্থানীয় রাস্তাও কেটে ফেলে, যার ফলে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির পাশাপাশি এলাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছিল। এর জেরে মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে ইজারাদার সংস্থাটি জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসকের (ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর) কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত তৎপরতা দেখায় প্রশাসন। রাতেই পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে হানা দিয়ে দু'জনকে হাতেনাতে আটক করেন। অবৈধ বালি কারবারের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের খোঁজে এবং এই চক্রের শিকড় উপড়ে ফেলতে মঙ্গলকোট থানা ও ভূমি দপ্তর যৌথভাবে নজরদারি ও আইনি প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।

অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে

কাঁকসায় ধৃত এক কারবারি, ছড়াল চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, কাঁকসা ঃ পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বিদবিহার এলাকা থেকে অজয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে পুলিশ অজয় হাড়ি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করার পর রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অজয় নদীর বিভিন্ন ঘাট থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন ও সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিদবিহার, বনকাটি সহ সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্রাক্টর ও ডাম্পারের মাধ্যমে এই বালি বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হতো। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বালি মজুত করে রাখার অভিযোগও রয়েছে তাঁর

বিরুদ্ধে। এই গ্রেফতারির ঘটনায় কাঁকসা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের নাকের ডগায় এই বেআইনি কারবার চললেও এতদিন কেন কোনো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি? বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই এতদিন এই অবৈধ ব্যবসা রমরমিয়ে চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত কিছু না জানালেও, পুলিশ সূত্রে খবর যে এলাকায় বেআইনি বালি কারবারের বিরুদ্ধে আগামীদিনে আরও বড় অভিযান চালানো হবে।

নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেত্রীকে মারধরের অভিযোগ, বর্ধমানে গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড় থানার ওড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন বিজেপির বুথ সভাপতি ও তাঁর স্বামীকে মারধরের অভিযোগে দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন ভাতাড়ের সাহেবগঞ্জ ২ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বাসুদেব রায় এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেরশাহ চৌধুরী। ঘটনাটি ঘটে গত ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায়। অভিযোগ, ১৬২ নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি মৌমাঝি এবং তাঁর স্বামী সঞ্জয় মাঝি নির্বাচনী প্রচার শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাসুদেব রায়ের নেতৃত্বে বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী তাঁদের পথ আটকায়। তাঁদের প্রচারে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি চরম হেনস্থা ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর আক্রান্ত দম্পতি ভাতাড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ভাতাড়ের ওড়গ্রাম এলাকা থেকে ওই দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। তবে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত তৃণমূল নেতারা।

ধর্মীয় স্থান থেকে রাজনৈতিক অপপ্রচারের অভিযোগ, জামুড়িয়ায় চার্চে বিজেপির বিক্ষোভ

নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় একটি চার্চকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে একটি ধর্মীয় স্থান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং সেটি কোন এলাকার, তাও স্পষ্ট নয়। তবে এই ভিডিওটি সামনে আসতেই রবিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ডোবরানা এলাকার খাসকেন্দার একটি চার্চে গিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। জামুড়িয়া মন্ডল ২-এর বিজেপি যুব নেতা দেবাশীষ দুবে জানান, ধর্মীয় স্থান থেকে যাতে কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা কুৎসা না চালানো হয়, সেই দাবি জানাতেই তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, চার্চ চত্বরে ধর্মান্তরকরণের মতো বিষয় নিয়েও তাঁরা সরব হন। অন্যদিকে, চার্চ কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁদের এখানে কোনো ধরনের ধর্মান্তরকরণ বা রাজনৈতিক অপপ্রচারের কাজ হয় না। তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার্চ চত্বরে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলে জামুড়িয়া থানার কেন্দাফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় একটি চার্চকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে একটি ধর্মীয় স্থান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ ওঠে।

রাইসমিলের নাম ভাঁড়িয়ে চাল

জালিয়াতির চেষ্টা, রায়নায় আটক ট্রাক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার গোপালপুর এলাকার একটি রাইসমিলে মালিকের অজান্তেই মিলের নাম ও ব্র্যান্ড ব্যবহার করে চাল জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই একটি চালবোঝাই ট্রাক আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মিল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ জুলাই সন্ধ্যায় বর্ধমানের একটি গদির মাধ্যমে একটি ট্রাক ওই মিলে পৌঁছায়।

নিয়ম অনুযায়ী, মিলের জন্য ৮ টন চাল সরবরাহ করার কথা ছিল গাড়িটির। কিন্তু চালকলের কর্মীরা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, ট্রাকটিতে আগে থেকেই প্রায় ১০ টন চাল বোঝাই করা রয়েছে। শুধু তাই নয়, চালের বস্তাগুলোতে ওই মিলেরই নিজস্ব ব্র্যান্ড ‘কিশোরভোগ’-এর নাম লেখা ছিল।

বিষয়টি দেখে মিল মালিকের সন্দেহ হলে তিনি চালক ও খালাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু চালের উৎস নিয়ে তারা কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি এবং অনবরত বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতে থাকে।

এরপরই ৪ জুলাই বিকেলে রায়না থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে চালকল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটিকে থানায় নিয়ে যায় এবং চালক ও খালাসিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। মিল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁদের ব্র্যান্ডের নকল বস্তা তৈরি করে এই প্রতারণা চক্র চালানো হচ্ছিল। ঘটনার পেছনে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে চালের আসল উৎস ও বস্তার সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রয়াত সম্পাদিকা ও বেতার শিল্পী শ্যামলী সামন্তের স্মরণে বর্ধমান প্রেস ক্লাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিশিষ্ট বেতার শিল্পী এবং ‘মুক্তবাংলা’ পত্রিকার বর্ষীয়ান সম্পাদিকা প্রয়াত শ্যামলী সামন্তের স্মরণে বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ সাংবাদিক শম্ভুলাল কর্মকার, স্বরূপ মুখার্জী, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রাজেশ খান এবং প্রয়াত সম্পাদিকার পুত্র প্রসেনজিৎ সামন্ত। এরপর উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিকবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ও এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

স্মরণসভায় উপস্থিত বক্তারা শ্যামলী সামন্তের সাংবাদিকতা, সম্পাদনা, বেতার শিল্পী হিসেবে অবদান এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা স্মৃতিচারণ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন,

অবিভক্ত বর্ধমানের সংবাদজগতের পথিকৃৎ স্বর্গীয় পুরুষোত্তম সামন্তের প্রয়াণের পর তাঁর অর্ধাঙ্গিনী শ্যামলী দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ‘মুক্তবাংলা’ পত্রিকার হাল ধরেন এবং আমৃত্যু তা সফলভাবে পরিচালনা করেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও মানবিকতা জেলাস্তরের সাংবাদিক মহলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী।

যাত্রী সহযোগিতায় রেল স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখার নয়া উদ্যোগ, শুরু হল ‘ইস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউ’

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ স্টেশন চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেলওয়ে। নোংরা আবর্জনা ফেলা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে কঠোর ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ‘ইস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউ’ (পূর্ব রেলওয়ে আপনার ওপর নজর রাখছে) অভিযানের পরবর্তী পর্ব। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো কড়া নজরদারি ও জনসচেতনতার মাধ্যমে রেল চত্বরকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করা। এবার থেকে রেলের কর্মী ও সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরাও এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবেন। কোনো যাত্রী যদি স্টেশন চত্বরে কাউকে নোংরা বা থুতু ফেলতে দেখেন, তবে তিনি সেই অপরাধীর ছবি তুলে এবং সঠিক জায়গার নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০০২০২২৭৮০) পাঠাতে পারেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্ব রেল দ্রুত সেই অপরাধীকে শনাক্ত করে ঘটনাস্থলেই জরিমানা করবে। তথ্য প্রদানকারী সচেতন যাত্রীকে রেলের পক্ষ থেকে ‘ক্যাপ্টেন ক্লিন’ উপাধিতে ভূষিত করা হবে এবং দেওয়া হবে একটি অফিসিয়াল প্রশংসাপত্র। অভিযানের সূচনা পর্বে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরা একটি পথনাটক পরিবেশন করেন। এরপর জেনারেল ম্যানেজার স্টেশন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং যাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট জানান, যাত্রীদের সরাসরি সহযোগিতা ছাড়া স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব।

এই অনুষ্ঠানে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর এবং পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

বিজ্ঞানচর্চায় কৃতীদের সম্মান, নন্দকুমারে পুরস্কার বিতরণী ও বই প্রকাশে উৎসবের আবহ

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, নন্দকুমার ঃ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খ ঞ্চি গুণধর আদর্শ বিদ্যাপীঠের হলঘরে অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নন্দকুমার সি. ভি. রমন বিজ্ঞান কেন্দ্রের অভীক্ষা কেন্দ্রভিত্তিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান জানানো এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রতি নতুন প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অভীক্ষা কেন্দ্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিজ্ঞানভিত্তিক বই, মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সদস্য,

অতিথি এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের সহ-অধিকর্তা মহুয়া পাত্রের হাত ধরে 'বিজ্ঞানের বিস্ময় ও খাবারের আশ্চর্যজনক আবিষ্কার' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। বই প্রকাশের এই মুহূর্ত উপস্থিত সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। রেডিওলজিস্ট নারায়ণ প্রসাদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য বিষ্ণুপদ বাসুলি, মহুয়া পাত্র,

কালিশংকর ঘোড়াই-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। বক্তারা বিজ্ঞানচর্চা, যুক্তিবাদী চিন্তা এবং সমাজে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের চার দশকের

ঐতিহ্য ও সমাজে তাদের অবদানের কথাও তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের সংবর্ধনা জানান বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক পবিত্র কুমার ভক্তা, অভীক্ষা নিয়ামক পার্থ ভট্টাচার্য্য এবং অচিন্ত্য কুমার সামন্ত। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে অভীক্ষা কেন্দ্রের স্মারকও তুলে দেওয়া হয়।

বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞানচর্চা ও আগামী প্রজন্মকে যুক্তিবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার এক স্মরণীয় আয়োজনে পরিণত হয়।

দায়িত্বের পাঠে ৭২ পড়ুয়া, মেদিনীপুর ডিএভি-র পদমর্যাদা প্রদান অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণার বার্তা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর ডিএভি পাবলিক স্কুলে শনিবার অনুষ্ঠিত হল পদমর্যাদা প্রদান (ইনভেস্টিচার) অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত মোট ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এদিন স্যাশ ও ব্যাজ পরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়। এবারের অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল; 'দায়িত্বকে সম্মান জানাতে, উৎকর্ষ অর্জনে অনুপ্রাণিত করতে।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, তুতোমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে, মানুষ যেন তোমাদের দেখিয়ে বলে; ওর মতো হও। তোমাদের আচরণ, শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি অন্যদের

কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠুক।দ তিনি বিশেষভাবে ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোতয়ালি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পদমর্যাদা প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এন. কে. গৌতম বলেন, আজকের এই ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনের সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ কান্ডারি। তাঁদের বিভিন্ন দায়িত্বে অভিষিক্ত করার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণ, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যজ্ঞান ও পরিচালনার দক্ষতা আরও বিকশিত হবে। ভবিষ্যতে এই গুণাবলি সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও 'বন্দে মাতরম' সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ, পুলিশের হস্তক্ষেপে শান্ত পরিস্থিতি

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, কোলাঘাট ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার অন্তর্গত শান্তিপুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। শুক্রবার প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু মহিলা। একসময় পঞ্চায়েত প্রধানের দফতরের সামনে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোলাঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফলাইন ও অনলাইন;দুই পদ্ধতিতেই আবেদন জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা পৌঁছায়নি। তাঁদের অভিযোগ, প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বেছে বেছে কিছু মানুষকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারীরা শান্তিপুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করুনা শির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও তোলেন। তাঁরা প্রধানের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করুনা শি। তাঁর বক্তব্য, কিছু প্রকৃত উপভোক্তা এখনও টাকা পাননি এবং কিছু স্বচ্ছল পরিবার সুবিধা পেয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, সেই চূড়ান্ত নির্বাচন বা অনুমোদনের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের নয় বলেও তিনি স্পষ্ট করেন। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি আপাতত শান্ত রয়েছে। তবে প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

প্রাক্তন মন্ত্রীর কার্যালয়ে ত্রাণসামগ্রী মজুতের অভিযোগ, তালা ভেঙে উদ্ধার ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়া জেলার খাতড়া বাজারের পাম্প মোড়ে অবস্থিত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোৎস্না মাণ্ডির বিধায়ক কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ত্রাণসামগ্রী ওই কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে বিজেপির কয়েকজন কর্মী এবং এলাকার কিছু বাসিন্দা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন।

তাঁদের দাবি, সেখানে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, শিশুদের পোশাক, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ ট্রাইসাইকেল-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী মজুত অবস্থায় পড়ে ছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় বেশ কিছু ত্রিপল, কম্বল ও পোশাক উঁইপোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও কার্যালয় থেকে লাঠি, রড, তলোয়ার-সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রসদৃশ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলেও বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বর্ষার সময় বহু অসহায় মানুষ ত্রিপল ও কম্বলের জন্য আবেদন করলেও সেই সামগ্রী তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি। পরিবর্তে সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে দলীয় কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল। স্থানীয়দের একাংশেরও অভিযোগ, সরকার পরিবর্তন না হলে বিরোধীদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওই কার্যালয়ে লাঠি, রড ও তলোয়ার মজুত রাখা হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে কোনও সরকারি বা নিরপেক্ষ সূত্রে এখনও নিশ্চিতকরণ মেলেনি। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ব্লক প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। তবে এই ঘটনায় উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ বিজেপি ও স্থানীয়দের দাবি। প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে।

শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণে বিশেষ প্রদর্শনী, মানবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অভিনব উদ্যোগ

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম এবং সমাজের প্রতি তাঁর অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করল মানবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। শনিবার বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ছাত্রীরা নিজস্ব উদ্যোগে প্রদর্শনীটি সাজিয়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণদিবস থেকে আগামী ৬ জুলাই তাঁর জন্মজয়ন্তী পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে 'ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায় পক্ষ' পালন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই মানবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর

অবদান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য, আলোকচিত্র এবং জীবনসংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে প্রদর্শনীটি আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়েছে। ফলে দর্শনার্থীরা তাঁর জীবনের নানা অজানা দিক সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানান, এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ায়। পাশাপাশি মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনাদর্শ থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ছাত্রীরাও জানিয়েছে, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান এবং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, এ ধরনের শিক্ষামূলক উদ্যোগ আগামী দিনেও ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসচর্চা ও মননশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভগ্নপ্রায় কংসাবতী সেতু পরিদর্শনে সভাধিপতি, নতুন সেতুর আশায় পাঁশকুড়ার মানুষ

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া-১ ব্লকের প্রতাপপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং চৈতন্যপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী কংসাবতী নদীর ভগ্নপ্রায় সেতু পরিদর্শনে এলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা এই সেতু বর্তমানে ভারী যান চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই সেতুর উপর নির্ভরশীল পাঁশকুড়া, সবং ও পিংলা থানার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। প্রতিদিন বহু ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মজীবী মানুষ এই সেতু ব্যবহার করেন। সেতুর বেহাল অবস্থার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল। জানা যায়, বামফ্রন্ট আমলে

তৎকালীন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিরঞ্জন সিহির সময়ে লোহার বীমের এই সেতুটি নির্মিত হয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতুর অবস্থা জীর্ণ হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের কাছে একাধিকবার সেতু পুনর্নির্মাণের আবেদন জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইতের কাছে বিষয়টি জানানো হলে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে সেতুর অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। সভাধিপতির এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের প্রত্যাশা, খুব শীঘ্রই নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে এবং দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে।

শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন, শিক্ষার আদর্শে নতুন প্রেরণা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর সদর ব্লকের সদর পূর্ব চক্রের অন্তর্গত শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ও উন্মোচনকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া, অভিভাবক এবং এলাকার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই উদ্যোগ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করবে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সোমা দাস, সহ-শিক্ষিকা মৌমিতা দাস, শুভ্রা দাস ও প্রদীপ্তা মুখার্জী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর পূর্ব চক্রের শিক্ষাবন্ধু খোকন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল

চ্যাটার্জি, রবি বসু, কুন্তল বসু, শিক্ষানুরাগী অনিল মাইতি, লক্ষণ রায়, প্রতাপ হালদার, অমিয় দোলাই, সুদর্শন সিং-সহ এলাকার বহু শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তাদের গান, আবৃত্তি ও নৃত্য উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার, নারীশিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কার এবং মানবকল্যাণে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। শিক্ষাবন্ধু খোকন ঘোষ বলেন, বিদ্যাসাগরের আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মকে সততা, মানবিকতা ও সমাজসেবার আদর্শে এগিয়ে যেতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও পড়ুয়াদের মধ্যে মহান মনীষীদের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

পিংলায় তৃণমূল কার্যালয়ে তল্লাশি ঘিরে ফের চাঞ্চল্য, বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধারের দাবি বিজেপির

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের ধনেশ্বরপুর এলাকায় শনিবার একটি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তল্লাশি চালানোকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, কার্যালয় থেকে সাদা কাপড়, সিরিঞ্জ, খালি মদের বোতল, ছুরি, জায়গা-জমির দলিল এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে। যদিও এই দাবির স্বাধীনভাবে কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনও মেলেনি। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার পিংলা থানা এলাকায় বিজেপির একটি দলীয় মিছিল চলাকালীন একটি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সেই সময় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধারের দাবি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার ধনেশ্বরপুর এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শেষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ স্থানীয় একটি তৃণমূল কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালান বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, তল্লাশিতে বিভিন্ন সামগ্রীর পাশাপাশি জায়গা-জমির দলিল ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পিংলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সম্পাদক গোবিন্দ দাস অভিযোগ করেন, এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কার্যালয় ছিল না, বরং সেখানে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ চলত। উদ্ধার হওয়া সিরিঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান।

দুই বছর পরও মিলল হারানো মোবাইল! ৩২০টি ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিল বাঁকুড়া পুলিশ

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়ার আশা অনেকেই ছেড়ে দেন। কিন্তু সেই আশাকেই বাস্তবে রূপ দিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। দীর্ঘ তদন্তের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া প্রায় ৩২০টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে মানবিক উদ্যোগের নজির গড়ল জেলা পুলিশ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া উপভোক্তাদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, কারও মোবাইল এক বছর আগে, আবার কারও দুই বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল বা চুরি হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফোন ফিরে পাওয়ার আশা আর ছিল না। কিন্তু বাঁকুড়া জেলা পুলিশের 'সন্ধান' পোর্টালে অভিযোগ জমা পড়ার পর প্রতিটি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এবং ধারাবাহিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পুলিশ প্রায় ৩২০টি হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

শনিবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনের ড্রিল শেডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নথি ও পরিচয় যাচাইয়ের পর উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি নির্দিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার ভিজি সতীশ পাণ্ডুমার্থী। দীর্ঘদিন পর নিজের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং জেলা পুলিশের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন পুলিশ সুপার সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, মোবাইল হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দেরি না করে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট পোর্টালে অভিযোগ জানাতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চালায় এবং হারানো সামগ্রী উদ্ধারে সবসময় সচেষ্ট থাকে। দীর্ঘদিন পর নিজের মোবাইল ফিরে পেয়ে উপভোক্তারা বাঁকুড়া জেলা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ভাগ্নের দেহ ভাড়া বাড়িতে, রেললাইনে মামির দেহ! বসিরহাটে রহস্যঘেরা জোড়া মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ বসিরহাটে ভাগ্নে ও মামির রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে বসিরহাট স্টেশন সংলগ্ন অনন্তপুর এলাকার রেললাইন থেকে রুনু মণ্ডল (৩৩)-এর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অন্যদিকে, বসিরহাটের ময়লাকোলা এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ভাগ্নে দেবাশীষ মণ্ডল (৩২)-এর নিথর দেহ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বসিরহাটের ট্যাটরা এলাকার বাসিন্দা দেবাশীষ ও রুনুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায় ১৪ বছর আগে রুনুর বিয়ে বনগাঁয় হলেও পরে বাপের বাড়িতে আসা-যাওয়ার সময় দেবাশীষের সঙ্গে তাঁর পুনরায় যোগাযোগ হয়। সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয় বলে পরিবারের দাবি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি চলছিল। পরিবারের অভিযোগ, প্রায় এক মাস আগে দু'জনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বসিরহাটে একটি ভাড়া বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁদের সন্ধান মেলেনি। দেবাশীষের পরিবারের দাবি, কয়েকদিন আগে তিনি বাবাকে ফোন করে বাড়ি ফিরতে চাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন এবং মানসিক অশান্তির কথাও বলেছিলেন। দেবাশীষের পরিবারের আরও অভিযোগ, শুক্রবার রাতে রুনু ফোন করে জানিয়েছিলেন যে তিনি দেবাশীষকে হত্যা করেছেন এবং এরপর নিজেও আত্মহত্যা করবেন। শনিবার সকালে রেললাইন থেকে রুনুর দেহ উদ্ধার হয়। পরে পুলিশ ভাড়া বাড়ির দরজা ভেঙে দেবাশীষের মৃতদেহ উদ্ধার করে। রুনুর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দেবাশীষের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই এই জোড়া মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য সামনে আসবে বলে পুলিশের অনুমান।

ইছামতীর নুনেই গড়ে উঠেছিল বসিরহাট!

ইতিহাসের পাতায় আজও জীবন্ত সেই গৌরবগাথা

সৌনভ দাস,নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ আজকের ব্যস্ত ও জনবহুল বসিরহাট একসময় ছিল বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লবণ উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইছামতী ও বিদ্যাধরী নদীর লবণাক্ত জলকে কাজে লাগিয়ে এখানে গড়ে উঠেছিল নুন তৈরির সমৃদ্ধ শিল্প। সেই শিল্পকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বাজার, জনবসতি এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড।

ইতিহাসবিদদের মতে, বসিরহাটের জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে এই লবণ শিল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গবেষকদের একাংশের মতে, 'বসির' শব্দের অর্থ সামুদ্রিক লবণ। সেই থেকেই ইছামতী নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম হয় 'বসিরহাট'। একসময় বিদ্যাধরী নদীর লবণাক্ত জল বড় বড় পাত্রে ফুটিয়ে স্থানীয় মানুষ নুন তৈরি করতেন। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, গত শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্তও এই অঞ্চলে সেই প্রথা চালু ছিল।

ফলে বসিরহাট ধীরে ধীরে লবণ উৎপাদনের একটি পরিচিত কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বসিরহাটের বর্তমান বাগুন্ডি গ্রামকে লবণ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'সল্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট'-এর দপ্তর। পাশাপাশি ইছামতী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় নির্মিত হয় অসংখ্য নুনের গোলা বা সংরক্ষণাগার। নদীপথে এখানকার উৎপাদিত লবণ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যেত। সেই সময় নদীপথই ছিল পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। ফলে বসিরহাট দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এই লবণ প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম। ১৮২২ সালে তিনি এই অঞ্চলের 'নিমক দেওয়ান' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জানা যায়, কর্মসূত্রে তিনি প্রায়ই টাকির জমিদার মুন্সি কালীনাথ রায়চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রশাসনিক ভূমিকা সে সময় বসিরহাটের লবণ বাণিজ্যের গুরুত্বেরই প্রমাণ বহন করে। নদিয়ার মাজদিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীতে মিলিত হয়েছে ইছামতী। এই নদীপথকে কেন্দ্র করেই একসময় গড়ে ওঠে একের পর এক হাট,
বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র। নদীপথে সহজ যোগাযোগের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন প্রসার লাভ করে, তেমনি দ্রুত বৃদ্ধি পায় জনবসতিও। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যায় বসিরহাটের চেহারা। নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিস্তীর্ণ কৃষিজমির জায়গায় তৈরি হয়েছে বসতি, ইটভাটা, মেছোভেড়ি ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক শহরের রূপ পেলেও বসিরহাটের সেই ঐতিহ্যবাহী লবণ শিল্প আজ প্রায় বিস্মৃত। তবে ইতিহাসের পাতা জানিয়ে দেয়, বসিরহাট শুধু একটি সীমান্ত শহর নয়; এটি একসময় বাংলার লবণ অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল। ইছামতীর বুকে ভেসে আসা লবণাক্ত জলই একদিন এই জনপদের অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং জনবসতির ভিত গড়ে দিয়েছিল। সেই গৌরবময় ইতিহাস আজও বসিরহাটের ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে রয়েছে।

তিন দিন পর ফের টাকিতে অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙার অভিযান, খুশি স্থানীয়রা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পর্যটনকেন্দ্রে অবৈধভাবে নির্মিত গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান ফের শুরু হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইছামতি নদীর তীরবর্তী দুটি অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনে গত ১ জুলাই প্রথমে 'সিটি গেস্ট হাউস'-এর ভাঙার কাজ শুরু করে প্রশাসন। অন্যদিকে 'দিশা গেস্ট হাউস'-এর পক্ষ থেকে পৌরসভার কিছু কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তিন দিনের সময় চাওয়া হয়েছিল। প্রশাসন সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিল। নির্ধারিত তিন দিন শেষ হওয়ার পর শনিবার ফের ওই গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু হয়। প্রশাসনের উপস্থিতিতে নিরাপত্তার মধ্যেই চলছে এই অভিযান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ইছামতি নদীর তীরবর্তী এলাকায় একের পর এক অবৈধ গেস্ট হাউস গড়ে ওঠায় টাকির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

ও পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। বহুবার বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানানো হলেও এতদিন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয়দের মতে, অবৈধ নির্মাণের কারণে টাকির সবুজ পরিবেশ ধীরে ধীরে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছিল।

বর্তমানে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, শুধু এই দুটি নয়, টাকির বিভিন্ন এলাকায় থাকা অন্যান্য অবৈধ গেস্ট হাউস ও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেও দ্রুত একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, টাকি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। তাই পরিবেশ রক্ষা এবং নদীতীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো জরুরি। প্রশাসনের এই উদ্যোগে টাকির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবারও আগের মতো ফিরে আসবে বলেই তাঁদের প্রত্যাশা।

পালাবদলের পর হাড়োয়ায় কংগ্রেসের প্রথম কর্মীসভা, সংগঠন শক্তিশালী করার বার্তা নেতৃত্বের

নয়া জামানা ,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথম উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের বড় কর্মীসভা। বসিরহাটের হাড়োয়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং আইএনটিইউসি ও কিষান কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় হাড়োয়ার একটি অনুষ্ঠান গৃহে এই বিশেষ কর্মী বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কর্মীসভায় ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি-র জেলা সভাপতি প্রীতম দাশ, কিষান কংগ্রেসের সভানেত্রী কল্যাণী মজুমদার এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অমিত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মনিরুজ্জামান মিস্ত্রি, খাসবালান্দা অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি শাহাবুদ্দিন মোল্লা-সহ জাতীয় কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও কর্মীরা। সভায় আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি, দলকে আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে কংগ্রেসের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতারা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং প্রতিটি বুথে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার ওপর জোর দেন। কর্মীসভাকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিন পর এত বড় আকারে কর্মীসভা হওয়ায় উপস্থিত নেতাকর্মীদের মধ্যেও নতুন উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এই সভা হাড়োয়া ব্লকে দলের সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে এবং আগামী দিনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আনবে।

সভা শেষে নেতারা জানান, আগামী দিনে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে কর্মীসভা, জনসংযোগ কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে মানুষের পাশে থাকার লক্ষ্যে কাজ করবে জাতীয় কংগ্রেস।

রাস্তার গর্তে মাছ ছেড়ে, বাঁশ বেঁধে অভিনব বিক্ষোভ! সংস্কারের দাবিতে মহেশতলায় পথ অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনহাট এলাকায় দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে তাঁরা রাস্তার উপর বাঁশ বেঁধে পথ অবরোধ করেন। শুধু তাই নয়, রাস্তার বড় বড় গর্তে বৃষ্টির জলে জমে থাকা জলাশয়ে মাছ ছেড়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এই অভিনব বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অবরোধের ফলে বেশ কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনহাট এলাকায় দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে তাঁরা রাস্তার উপর বাঁশ বেঁধে পথ অবরোধ করেন। শুধু তাই নয়, রাস্তার বড় বড় গর্তে বৃষ্টির জলে জমে থাকা জলাশয়ে মাছ ছেড়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এই অভিনব বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অবরোধের ফলে বেশ কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। যদিও বাসিন্দারা তাঁদের দাবিতে অনড় থাকেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেহালা,ডাকঘর রোড দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে ছোট পুকুরের আকার নেয়। ফলে প্রতিদিন মোটরবাইক, সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন দুর্ঘটনার মুখে পড়ছে। পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া, প্রবীণ নাগরিক এবং সাধারণ পথচারীদেরও চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। বাসিন্দাদের দাবি, বহুবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা এই অভিনব প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশাসন কবে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গৌড়েশ্বর নদীর উপর সেতুর দাবিতে সরব সুন্দরবন, দুর্ভোগ ঘুচাতে দ্রুত উদ্যোগের আর্জি

নয়া জামানা,সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি, গৌড়েশ্বর নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ। সেই দাবিকে সামনে রেখেই ফের সরব হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বায়লানি-বিশপুর ও মামুদপুর এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, একটি সেতুর অভাবে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ মানুষকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। তখন নৌকাই একমাত্র ভরসা হলেও তা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি সময়সাপেক্ষ। স্থানীয়দের দাবি, গৌড়েশ্বর নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ হলে শুধু বিশপুর ও মামুদপুর নয়, সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে। বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জে প্রশাসনিক কাজ, চিকিৎসা কিংবা অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে যেতে হলে নদী পার হয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ;দুই-ই বেশি ব্যয় হয়। বাসিন্দারা জানান, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অফিস, থানা, বিদ্যুৎ দপ্তর, স্টেট ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি পরিষেবার জন্য প্রতিদিন বহু মানুষকে এই পথ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সেতু না থাকায় ছাত্র-ছাত্রী, রোগী, কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী এবং সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর মতে, সেতুটি নির্মিত হলে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। কৃষিপণ্য দ্রুত বাজারে পৌঁছানো, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দাবিতে স্থানীয়রা দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের আবেদন, দীর্ঘদিনের এই জনদাবিকে গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে গৌড়েশ্বর নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা হোক। বাসিন্দাদের আশা, এই একটি সেতুই সুন্দরবনের কয়েক লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর করে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি, গৌড়েশ্বর নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ। সেই দাবিকে সামনে রেখেই ফের সরব হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বায়লানি-বিশপুর ও মামুদপুর এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, একটি সেতুর অভাবে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ মানুষকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। তখন নৌকাই একমাত্র ভরসা হলেও তা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি সময়সাপেক্ষ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রণয়ন দিবসে নীলগঞ্জ শিক্ষায়তনে জ্ঞান-প্রতিভার উৎসব

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রণয়ন দিবস উপলক্ষে সরকারি নির্দেশিকা মেনে বারাসাত ব্লক,১-এর নীলগঞ্জ শিক্ষায়তনে দিনভর নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলি, যুক্তিবোধ এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ে বক্তৃতা, কুইজ, অঙ্কন, বিতর্ক (ডিবেট) সহ একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সকলে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন, আদর্শ, শিক্ষাচিন্তা ও দেশসেবামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য রাখে। কুইজ প্রতিযোগিতায় ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞান এবং জাতীয় বিষয়ক বিভিন্ন

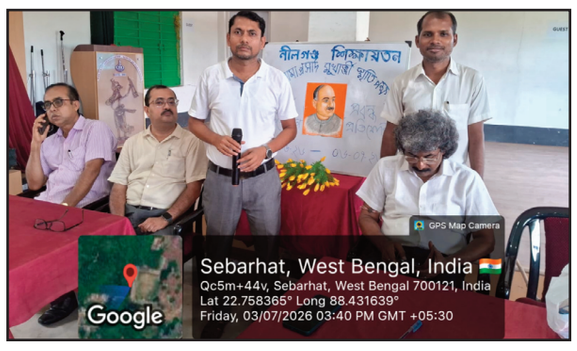

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেয় অংশগ্রহণকারীরা। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফুটে ওঠে দেশপ্রেম ও সামাজিক মূল্যবোধের নানা চিত্র। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত তুলে ধরে উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান, এই ধরনের কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করে সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানানো হয় এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের গঠনমূলক কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সার্বিকভাবে দিনটি নীলগঞ্জ শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় পরিবারের কাছে এক স্মরণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক দিনে পরিণত হয়।

ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে সর্বস্বান্ত ইটভাটা ব্যবসায়ী, পাঁচ বছর পর থানায় মামলা

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাড়ুবালা গ্রামের এক ইটভাটা ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী কল্পনা মণ্ডলের দাবি, ২০২১ সালের ৩ মে ভোট গণনার দিন বিজেপির সমর্থক হওয়ার কারণে তাঁদের পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, বোমাবাজি করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে নগদ টাকা, সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করা হয়। শুধু বাড়িই নয়, তাঁর স্বামী সেপাই মণ্ডলের ইটভাটাতেও ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। এতে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। কল্পনা মণ্ডল জানান, ঘটনার সময় তাঁরা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। দীর্ঘদিন পরিবারকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, হামলাকারীরা পরিবারের সদস্যদের মারধর করে, প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং পরিবারের মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করে। কান থেকে দুল ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে। সম্প্রতি বিচার পাওয়ার আশায় কল্পনা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী সেপাই মণ্ডল বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান-সহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে হাড়োয়ার

বিজেপি নেতা পার্থ চ্যাটার্জি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। তাঁর দাবি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে। সেপাই মণ্ডল কোনও পদাধিকারী না হলেও বিজেপির সমর্থক ছিলেন বলে তিনি জানান। পার্থ চ্যাটার্জির অভিযোগ, রাজনৈতিক বিরোধিতার জেরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশের তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১
৬ জুলাই ২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল পেল ‘জিআই’ স্বীকৃতি

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ নদীয়ার ঐতিহ্যে জুড়ল নয়া পালক। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বিশ্ববিখ্যাত মাটির পুতুল পেল ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন তথা জিআই রেজিস্ট্রেশনের মর্যাদা। অসংখ্য শিল্পীর বহুকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ঐতিহ্য রক্ষার লড়াইয়ের স্বীকৃতি মেলায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বইছে খুশির হাওয়া। শিল্পীদের মতে, এই স্বীকৃতি কৃষ্ণনগরের তিন শতাব্দীর বেশি প্রাচীন মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিতি এনে দেবে।ইতিহাস বলছে, নদীয়ার রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ নেন।

তাঁর আমলে বাংলাদেশের নাটোর অঞ্চল থেকে কিছু দক্ষ মৃৎশিল্পীকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের হাত ধরেই এই শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পচর্চা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার কুমোরটুলির মতো ঘূর্ণি হয়ে ওঠে বিশ্বখ্যাত মাটির পুতুল তৈরির কেন্দ্র। আজ কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শুধু বাংলার ঘর সাজানো নয়, আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া সহ একাধিক মহাদেশে রপ্তানি হয়। দেশ-বিদেশের নানা শিল্পপ্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং জাদুঘরেও এই শিল্প বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এই ঐতিহ্যকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে ২০২১ সালে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হয়।এব্যাপারে উদ্যোগী হয় ঘূর্ণি ক্লে ডল অ্যান্ড টেরাকোটা আর্টিজেন ক্লাস্টার কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড। যাচাই পর্বের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করার পর ভারত সরকারের অনুমোদন মিলেছে। জানা গেছে সার্টিফিকেট চলে আসবে কিছুদিনের মধ্যেই।

ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ড পেলেন রানাঘাটের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ রানাঘাটের গৌরব লন্ডন পার্লামেন্টের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিন্ময় রায় বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ড পেলেন।লন্ডন শহরে আমন্ত্রণ করে ডক্টর চিন্ময় রায়কে সম্মানিত করা হলো এবং এমন সম্বর্ধনা পেয়ে তিনি আপ্লুত। ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে তার পরিচিতি যেমন বেড়েছে তেমনি তার চিকিৎসার যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তিনি কলকাতায় থাকলেও নিজের জন্মস্থান রানাঘাট শহরকে ভোলেন নি। সপ্তাহে প্রায়ই এইখানে চিকিৎসা করতে আসেন। পাশাপাশি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুনামের সঙ্গে চিকিৎসা ও রোগীদের রোগ নির্ণয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার এই পুরস্কার আগামীদিনে আরও প্রেরণা জোগাবে। তার এই সাফল্যে রানাঘাটবাসীও যথেষ্ট খুশি এবং গর্বিত।

অত্যাধিক দামের জেরে থমকে নির্মাণ কাজ, স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের দাবি এলাকাবাসীর

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ সরকারি আবাস প্রকল্পের আওতায় বাংলার বাড়ি পেলেও বালির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামের নিউ কলোনিপাড়ার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, কুসুম্বা গ্রামটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি হিসেবেও পরিচিত। বাড়ি প্রাপকদের অভিযোগ, বর্তমানে বালির দাম এতটাই বেড়েছে যে তা কেনা তাঁদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে সরকারি অনুদান পেলেও বহু বাড়ির নির্মাণকাজ লিন্টেল পর্যন্ত গিয়েই থমকে রয়েছে। কোথাও আবার অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাড়ি।

বালির অভাবে কাজ শেষ করতে না পারায় অনেকেই বাধ্য হয়ে টিনের চালা বা ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন। ভগ্নপ্রায় ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে পরিবার নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। গ্রামবাসীদের দাবি, গত শুক্রবার বীরভূমের সিউড়ি, রাজনগর-সহ জেলার একাধিক এলাকায় স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের উদ্যোগ চালু হয়েছে। কিন্তু রামপুরহাট মহকুমার এই এলাকায় এখনও সেই পরিষেবা শুরু হয়নি। তাই নতুন সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, দ্রুত এই এলাকাতেও স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আবাস প্রকল্পের অসমাপ্ত বাড়িগুলির নির্মাণ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়। স্থানীয়দের আরও আশঙ্কা, অতি শীঘ্রই বর্ষাকাল শুরু হবে। বর্ষার সময় নদ-নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বালি উত্তোলন ও সরবরাহ ব্যাহত হয়। সেই সুযোগে বালির দাম আরও বৃদ্ধি পায়। তাই বর্ষার আগেই যদি সরকার স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের ব্যবস্থা করে, তাহলে তাঁরা উপকৃত হবেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বাড়িগুলি দ্রুত বসবাসের উপযোগী করে তুলতে পারবেন।গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সরকারি আবাস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহহীন ও অসহায় মানুষের মাথার উপর একটি নিরাপদ ছাদ নিশ্চিত করা। কিন্তু নির্মাণসামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে বালির উচ্চমূল্যের কারণে সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমস্যার মুখে পড়ছেন বহু উপভোক্তা। তাই দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের দাবিই এখন তাঁদের প্রধান দাবি।

জেলবন্দি তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

কার্তিক ভান্ডারী,নয়া জামানা, বোলপুর ঃ বিজেপি কর্মীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা বাবু দাস। তিনি বোলপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঙ্গীতা দাসের স্বামী।কিন্তু সেই গ্রেপ্তারের পরেও তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠল। শনিবার শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রতনপল্লি এলাকার বাসিন্দা তথা রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্যের স্বামী ও তৃণমূল কর্মী সন্দীপ সিংহ। দলেরই এক কর্মীর এমন অভিযোগ ঘিরে বোলপুরের নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন লিখিত অভিযোগে সন্দীপ সিংহ জানিয়েছেন, বোলপুর এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রান্তিক স্টেশন রোড এলাকায় তাঁর একটি গেস্ট হাউস রয়েছে।২০২৪ সালের শুরু থেকে বাবু দাস ও তাঁর স্ত্রী প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে তোলা দাবি করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় গত বছরের অক্টোবর মাসে তাঁর গেস্ট হাউসে হামলা চালানো হয়। ওই ঘটনায় তাঁকে মারধর করা হয়, মহিলা কর্মী-সহ অন্যান্য কর্মীদের নিগ্রহ করা হয়। গেস্ট হাউসের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়।এই ঘটনায় প্রায় দু'লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। এমনকি মাসিক তোলা না দিলে গেস্ট হাউসে মিথ্যা মামলা দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। সন্দীপ সিংহ আরও দাবি করেছেন, ওই ঘটনার পর থেকে তাঁর ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইটের টিকিট বুকিং করিয়ে প্রায় ২৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বাবু দাসের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির বীরভূম জেলা মুখপাত্র সুমিত মণ্ডল বলেন, তৃণমূলের আমলে প্রভাবশালীদের মদতে এ ধরনের দুষ্কৃতীরা শুধু বিরোধীদের নয়, নিজেদের দলের কর্মীদেরও রেহাই দেয়নি। এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাবু দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমরা আশা করছি, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত বাবু দাসের স্ত্রী সঙ্গীতা দাসের বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

টিউবওয়েল ঘিরে বিতর্ক, দীর্ঘ ৫-৭ বছর গ্রামবাসীদের জল তুলতে বাধার অভিযোগ

রুম্পা দাস,নয়া জামানা,লাভপুর ঃ বীরভূমের লাভপুর ব্লকের কুন্নাহার অঞ্চলের কামারপাড়া গ্রামের দাসপাড়ায় জার্মানি প্রকল্পে স্থাপিত একটি পানীয় জলের টিউবওয়েলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ সামনে এসেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় দশ বছর আগে একটি জার্মান-সহায়তাপ্রাপ্ত পানীয় জল প্রকল্পের আওতায় গ্রামের বাসিন্দা ধনঞ্জয় পালের জমিতে টিউবওয়েলটি বসানো হয়। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে সাধারণ মানুষকে সেই টিউবওয়েল থেকে জল নিতে দেওয়া হয়নি।স্থানীয়দের দাবি, কেউ জল তুলতে গেলে প্রায়ই বচসা ও অশান্তির সৃষ্টি হতো। অভিযোগ, ধনঞ্জয় পাল ওই টিউবওয়েলকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ব্যবহার করতেন। গ্রামবাসীদের আরও দাবি, তাঁর পরিবারের এক সদস্য স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি হওয়ায় অনেকেই ভয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি।স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর গ্রামবাসীরা যৌথভাবে বিষয়টির প্রতিবাদ শুরু করেন।

সেই সময় ধনঞ্জয় পাল নাকি নিজে জল ব্যবহারের পর টিউবওয়েলের কিছু যন্ত্রাংশ খুলে রেখে দিতেন, যাতে অন্য কেউ জল তুলতে না পারেন।পরবর্তীতে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন এবং বর্তমানে ওই টিউবওয়েল থেকে সাধারণ মানুষ জল সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত একটি পানীয় জলের টিউবওয়েল কীভাবে দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাত বছর কার্যত একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল? স্থানীয় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগে কেন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা।তবে এই বিষয়ে ধনঞ্জয় পালের পরিবারের বক্তব্য প্রতিবেশীরা জল নিতে এসে জায়গা নোংরা করে রাখে, তাই তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি মেরামতের জন্য কোন টাকা পয়সা দিতেন না কেউ।

বীরভূমের লাভপুর ব্লকের কুন্নাহার অঞ্চলের কামারপাড়া গ্রামের দাসপাড়ায় জার্মানি প্রকল্পে স্থাপিত একটি পানীয় জলের টিউবওয়েলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ সামনে এসেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় দশ বছর আগে একটি জার্মান-সহায়তাপ্রাপ্ত পানীয় জল প্রকল্পের আওতায় গ্রামের বাসিন্দা ধনঞ্জয় পালের জমিতে টিউবওয়েলটি বসানো হয়। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে সাধারণ মানুষকে সেই টিউবওয়েল থেকে জল নিতে দেওয়া হয়নি।

ভেঙে গেল নবদ্বীপের পুর বোর্ড

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ নবদ্বীপ পৌরসভায় একসঙ্গে ১৮ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন। ফলে শেষমেষ ভেঙ্গেই গেল পুর বোর্ড।এর আগে চারজন কাউন্সিলর ইস্তফা দিয়েছিলেন। ফলে সব মিলিয়ে মোট ২২ জন কাউন্সিলর ইস্তফা দিলেন। ২৪ সদস্যের পুর বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের পদত্যাগের ফলে কার্যত বোর্ডের পতন ঘটল।

স্বাভাবিকভাবেই এবার পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।এদিন দুপুরে নবদ্বীপ পুরসভার ১৮ জন কাউন্সিলর একযোগে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিলেন।এর আগে ভাইস চেয়ারম্যান শচীন্দ্র বসাক সহ চারজন কাউন্সিলার পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে এদিনের পর মোট ২২ জন কাউন্সিলার ইস্তফা দিলেন।নবদ্বীপ পুরসভায় এদিনের পদত্যাগী কাউন্সিলারদের প্রতিনিধি গৌরাঙ্গচন্দ্র রায়ের অভিযোগ, বর্তমান

পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে পুর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই বিষয়ে কাউন্সিলরদের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দেন।

গৌরাঙ্গবাবুর দাবি, বাকি থাকা একমাত্র কাউন্সিলারও আগামী দিনে পদত্যাগ করবেন।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মেলে নি, পুরসভা অফিসারের বাড়ির সামনে তুলকালাম

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, শান্তিপুর ঃ অন্নপূর্ণা ভান্ডারে টাকা না পেয়ে এবার পৌরসভার ইনকোয়ারি অফিসারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালো মহিলারা। তাদের দাবি বেঁছে বেঁছে টাকা ঢোকানো হচ্ছে। আমরা ন্যায্য প্রাপক, অথচ আমরা টাকা পাচ্ছি না। সেই কারণেই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন ওই পৌর কর্মীর বাড়িতে বিক্ষোভ দেখায় একাধিক মহিলারা। এর আগেও শান্তিপুর পুরসভায় অন্নপূর্ণা ভান্ডার না পাওয়ার কারণে পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান কে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় একাধিক প্রাপকরা। এবার একদম পৌরকর্মীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল এলাকাবাসী। শান্তিপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনুপ ব্যানার্জি শান্তিপুর পৌরসভায় কাজ করেন। পাশাপাশি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইনকোয়ারি অফিসার। এলাকার মানুষের অভিযোগ তিনি ইনকোয়ারি করে বেছে বেছে কয়েকজনকে টাকা দিচ্ছেন। তার কারণ যারা যোগ্য তারা টাকা পাচ্ছে না আর যারা অযোগ্য তারা আগেই টাকা পেয়ে যাচ্ছে। মূলত এই দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। অন্যদিকে যদিও ইনকোয়ারি অফিসার অনুপ ব্যানার্জি বলেন, কেউ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করেছে, কেউ অফলাইনে ফিলাপ করেছে। আমরা নিজেদের মত নিজেরা কাজ করছি। কয়েকজনের আবার রিজেক্ট দেখিয়েছে। তবে কি কারণে রিজেক্ট দেখালো এবং কেন সবাই একসঙ্গে টাকা পাচ্ছে না এটা আমার দ্বারা বলা সম্ভব না।সেই কারণে সকলকে বললাম পৌরসভায় আমার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা রয়েছে মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তারাই এই বিষয়টি বিশদে বলতে পারবে।

শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৮ ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাট!

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ সদ্যজাত সন্তানের জন্ম দিয়ে স্যালাইন হাতে অসুস্থ অবস্থাতেই বেরিয়ে আসলেন বারান্দায়, কারণ ঘরে প্রচন্ড গরম তার উপর অন্ধকার! কিছু কিছু বাচ্চাদের জন্ডিসের কারণে দেওয়া হয় ইলেকট্রিক্যাল আলোর তাপ। সেই দুশ্চিন্তায় অনেকেই ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করেন।পেটে ব্যথা,জ্বর এবং ডায়রিয়া, হাত পা ভাঙ্গা অন্যান্য নানান বিষয়ে রোগীরও ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়। সকাল থেকে এক ভাবে পরিবারের সদস্যরা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে চলেছেন।শুধু রোগীর পরিবারই নয়, হাসপাতালের ডাক্তার থেকে নার্স, সাফাই কর্মী থেকে যেকোনো ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী এদিন সাধারণ মানুষের হয়রানির শিকার হলেন। অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বিড়ম্বনায় পড়লেও শান্তিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যান আপ্রাণ।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সুপার কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার অথবা অন্য কেউই অভিভাবকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানাননি বলেই অভিযোগ। অনেকে বলছেন, সকালের পরে বিকালে জানানো হয়েছে চারটের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে আসবে। কিন্তু চারটের পর পাঁচটা, তারপর ছটা এভাবে সাতটা পর্যন্ত শুধুই অপেক্ষা।কেউ জ্বালিয়েছেন মোমবাতি, কেউবা ইলেকট্রিক্যাল চার্জার দিয়ে কোনমতে দিয়েছেন ইনজেকশন। নার্সের সহযোগিতা বলতে মোবাইলের আলো ধরা।ভ্যাপসা গরম, ভয়ানক মশা এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, যেখানে সুস্থ হওয়া তো দূরে থাক বরং রোগীর পরিজনেরাই অসুস্থ হয়ে পড়েন।এ ব্যাপারে সুপার কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার কারো সাথেই যোগাযোগ করে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তারা জানিয়েছেন রবিবার দেখেই হাসপাতালে একটি নতুন ট্রান্সফরমার বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পিডব্লিউডি ইলেকট্রিক্যাল এর পক্ষ থেকে তবে হাসপাতালের নিজস্ব জেনারেটর কেন চলছে না সে ব্যাপারেও তদারকি চলছে।সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটা,ই সমস্যার সমাধান পরের কথা কিন্তু কি কারণ তা জানাতেও সদিচ্ছা নেই তাদের।

উত্তরপত্র নষ্টের অভিযোগে মুখ খুলল বিশ্বভারতী, সব অভিযোগ উড়িয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ ডেপুটি রেজিস্ট্রার নিয়োগের উত্তরপত্র নষ্টের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ খুলল বিশ্বভারতী। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। সেখানে অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছে।পাশাপাশি, এই ধরনের তথ্য ছড়ানোর ঘটনাকে 'সাইবার অপরাধ' হিসেবে বিবেচনা করে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এদিন কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের ই-মেলের ভিত্তিতে যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দাবি করা হয়েছে ডেপুটি রেজিস্ট্রার নিয়োগ সংক্রান্ত উত্তরপত্র নষ্ট করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর দাবি, ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপ্রসূত।বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত উত্তরপত্র ও নথি সরকারি নিয়ম মেনে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে সেগুলি নষ্টের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আরও জানিয়েছে, নথি সংরক্ষণ ও প্রয়োজন হলে তা নষ্ট করার ক্ষেত্রেও সরকার অনুমোদিত বিধি ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাই এই ধরনের অভিযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে বলে তাদের দাবি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বিষয়টিকে সাইবার অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এমটিএস স্টাফ প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য, রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের কাছে ই-মেল করে অভিযোগ করেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগে অনিয়মের প্রমাণ লোপাট করতে উত্তরপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথি নষ্ট করা হয়েছে। সেই অভিযোগের জেরেই বিশ্বভারতীর এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

গাজা যুদ্ধের ১ হাজার দিন

৯০ শতাংশের বেশি এলাকা ধ্বংস, ইসরায়েলের দখল ৮০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নিহতদের মধ্যে ২১ হাজার ৫০০টির বেশি শিশু, ১ হাজার ২২ শিশু জন্মের পরই নিহত। যুদ্ধ চলাকালে গাজার ওপর প্রায় ২ লাখ ২৩ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরায়েল।গাজার প্রায় ৪ লাখ মানুষ দিনে মাত্র একবার খাবার খেতে পারছেন।যুদ্ধে গাজাজুড়ে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লাখ টন ধ্বংসস্তূপ জমেছে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের ১ হাজার দিন পূর্ণ হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার। এ সময়ে উপত্যকাটির ৯০ শতাংশের বেশি এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল। প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা এখন যুদ্ধবাজ এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। প্রাণ হারিয়েছেন ৭৩ হাজারের বেশি মানুষ। একই সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের উদ্যোগও কার্যত অচল হয়ে পড়েছে।গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস থেকে গতকাল প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৭৩ হাজার ৬৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২১ হাজার ৫০০টির বেশি শিশু, যার মধ্যে ১ হাজার ২২টি শিশু জন্মের পরপরই মারা গেছে। এ ছাড়া ৯ হাজার ৫০০ জন এখনো নিখোঁজ, যাঁদের অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৭৩ হাজার ৫১৪ জন।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধ চলাকালে গাজার ওপর প্রায় ২ লাখ ২৩ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরায়েল। তাদের দাবি, ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় যুক্তরাষ্ট্র যে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল, গাজায় তার চেয়ে প্রায় ১৬ গুণ বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করেছে ইসরায়েল।

যুদ্ধবিরতির উদ্যোগে অচলাবস্থা

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অনুমোদিত তিন ধাপের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধবিরতি তদারকির জন্য চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে 'বোর্ড অব পিস' গঠন করা হয়। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও এই কাঠামো কার্যকর হতে পারেনি।পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে ইসরায়েলি বাহিনীর সরে যাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে গাজায় তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও বেড়েছে। প্রতিদিন যত ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশের কথা ছিল, তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গাজায় ঢুকতে পারছে। গত বছরের অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সেখানে এক হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।বিশ্লেষক ইয়াদ জুদা আল-জাজিরাকে বলেন, 'বোর্ড অব পিস' তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছে। গাজা ও পশ্চিম তীরকে একীভূত করার যে লক্ষ্য ছিল, সেটিও এগোচ্ছে না। এ ছাড়া প্রতিশ্রুত কয়েক শ কোটি ডলারের অর্থ এখনো না আসায় পুনর্গঠন কার্যক্রমও শুরু করা যাচ্ছে না।

দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংসস্তূপ

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গাজার প্রায় সব বাসিন্দা এখন দুর্ভিক্ষের চরম ঝুঁকিতে রয়েছেন। প্রায় চার লাখ মানুষ দিনে মাত্র একবার খাবার পাচ্ছেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ৬২ শতাংশ ওষুধের মজুত শেষ হয়ে গেছে। সংস্থাটি বলছে, এই যুদ্ধ গাজার মানব উন্নয়নকে অন্তত ৭৭ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সেখানে গড় আয়ু নেমে এসেছে ৪০ বছরে।যুদ্ধে গাজাজুড়ে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লাখ টন ধ্বংসস্তূপ জমেছে। জাতিসংঘের হিসাবমতে, এর মধ্যে এখন পর্যন্ত সরানো গেছে মাত্র ৩ লাখ ১০ হাজার টন, যা মোট ধ্বংসস্তূপের শূন্য দশমিক ৫ শতাংশের কম। বর্তমান গতিতে সব ধ্বংসস্তূপ সরাতে ১৪০ বছরের বেশি সময় লাগতে পারে।গাজা সিটির মেয়র ইয়াহইয়া আল-সাররাজ আল-জাজিরাকে বলেন, শহরের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ অবকাঠামো ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পৌর কর্তৃপক্ষ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। তবে সীমান্ত খুলে দিলে মানুষ নিজেরাই ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ শুরু করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সমঝোতায় অচলাবস্থা

যুদ্ধবিরতির পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনায় অচলাবস্থা এখনো কাটেনি। পুনর্গঠন শুরুর আগে হামাসকে নিরস্ত্র করার দাবি জানিয়েছে ইসরায়েল। তবে আল-জাজিরার সঙ্গে কথা বলা সাবেক বন্দী নাসের ফারাম বলেন, 'আগে দখলদারত্বের অবসান হোক, তারপর অস্ত্রের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।আর গাজার বাসিন্দা হাসান শরাফের মতে, অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ একটি বৈধ শাসনব্যবস্থার হাতে থাকা উচিত।গত সোমবার ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় সদেরোত শহরের মেয়র আলোন দাভিদির সঙ্গে বৈঠকের পর ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেন, গাজার বাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে, হামাসকে পরাজিত করতে হবে এবং সীমান্তজুড়ে ইহুদি বসতি গড়ে তুলতে হবে। তাঁর ভাষ্যমতে, 'যেখানে বসতি নেই, সেখানে নিরাপত্তাও নেই। ৭ অক্টোবরের আগের পরিস্থিতিতে আমরা আর ফিরব না।'

ইসরায়েলেও বিক্ষোভ

যুদ্ধের এক হাজার দিন উপলক্ষে আজ ইসরায়েলেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজন ও মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের সংগঠন অক্টোবর কাউন্সিলের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।বিক্ষোভকারীদের '১,০০০ দিনের পরিত্যাগ, অবহেলা, গোপনীয়তা ও ব্যর্থতা' লেখা ব্যানার বহন করতে দেখা যায়। একই সঙ্গে হামলার সময় নিরাপত্তা,ব্যর্থতার স্বাধীন তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট ভবন নেসেটে প্রবেশের পথ অবরোধেরও চেষ্টা করেন।যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার সীমান্তসংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে প্রায় পাঁচ হাজার ইসরায়েলি বসতি স্থাপন করেছেন। যুদ্ধের আগে সেখানে প্রায় ৬২ হাজার মানুষের বসবাস ছিল। হামলার পর অনেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁদের প্রায় ৯০ শতাংশ ফিরে এসেছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহুর ইসরায়েল সরকার।

বদ্রীনাথে অনুদান চুরির তদন্তে চার সদস্যের কমিটি

রাম মন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে শোরগোলের মধ্যে হিন্দুদের আরেক পবিত্র তীর্থ বদ্রীনাথেও একই অভিযোগ উঠেছে। বদ্রীনাথে প্রণামী চুরির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তড়িঘড়ি চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি । এই কমিটিকে আগামী সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছিল বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি । শনিবার গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল মন্দির কমিটি। বিকেটিসি-র চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) সোহন সিংহ রাঙ্গার জানান, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই কমিটি গঠন করেছেন বিকেটিসির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে। মন্দির চত্বরের সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বয়ান সংগ্রহ করবেন কমিটির আধিকারিকেরা। এর ভিত্তিতেই রিপোর্ট জমা দেবেন তাঁরা। গত শুক্রবার ভৈরব সেনা নামে একটি হিন্দু সংগঠনের তরফে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোহন সিং রাঙ্গারকে চিঠি দেওয়া হয়। যেখানে অভিযোগ তোলা হয়, মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদীর ব্যক্তিগত সচিব বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রণামীর টাকা চুরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বিষয়টি তাদের তরফে অনেক আগেই চেয়ারম্যানের নজরে আনা হয়েছিল, কিন্তু মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সিসিটিভির সাহায্য নেওয়ারও দাবি জানানো হয়।

শীর্ষ মহলে অভিযোগ ওঠার পরই মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী তদন্তের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে তিনি কমিটির একজন স্থায়ী কর্মী। অভিযুক্ত কর্মী এর আগে ৩ জন চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে তবে তার তদন্ত হবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণ হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি মন্দির কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোহন সিং রাঙ্গার বলেন, মন্দিরের সিসিটিভি পরীক্ষা হয়েছে। তবে ফুটেজ বিশেষ স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কারচুপি প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির থেকে প্রণামী বাবদ প্রায় ৭০ কোটি টাকা অনুদান এসেছে। পাশাপাশি মন্দিরের গেস্ট হাউস থেকেই বিপুল টাকা আয় হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রতি বছর এখান থেকে ৫০ থেকে ৮০ কোটি টাকা আয় হয়। রাম মন্দিরে চুরির ঘটনা সামনে আসার পর এবার বদ্রীনাথেও অনুদান চুরির অভিযোগে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

বৈভবদের ম্যাচে কন্ডোমের বিজ্ঞাপন !

বন্ধ না হলে সংসদে সোচ্চার হবেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি

ম্যাচের মাঝে কেন কন্ডোমের বিজ্ঞাপন চলবে? সেই নিয়ে রেগে আগুন কীর্তি আজাদ । ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ও বর্তমান তৃণমূল সাংসদ সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে পোস্ট করেছেন। বিসিসিআই'কে ট্যাগ করে তাঁর বক্তব্য, যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্করা খেলা দেখছে, সেখানে এই ধরনের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা উচিত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদি পদক্ষেপ না করে, তাহলে তিনি সংসদে এই প্রসঙ্গে সোচ্চার হবেন। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে ভারত। প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয় দুই দল। সেখানে হারে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল। আর সেই ম্যাচ নিয়েই অভিযোগ কীর্তি আজাদের। তাঁর দাবি, ওই ম্যাচের মাঝে কন্ডোমের বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল। সেটা নিয়ে তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, তছোট বাচ্চারা ভারত-ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দেখছে।

সেই সময় স্ক্রিনে যদি একটা বড়দের বিজ্ঞাপন আসে, সেটা কি লজ্জার নয়? বিসিসিআই, দয়া করে বিষয়টা দেখো।' পরে সংবাদমাধ্যমকে কীর্তি বলেন, তকোনও বিশেষ সংস্থার বিজ্ঞাপন নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু ওটা বড়দের জন্য বিজ্ঞাপন।

যেখানে ছোটরাও তার পরিবারের সঙ্গে ম্যাচ দেখছিল। এই দেশে ক্রিকেটকে ধর্মের মতো দেখা হয়। আমি যখন ম্যাচটা দেখছিলাম, তখন ৪৪ কোটি মানুষ ম্যাচ দেখছিল। সেই সময় একটা বড়দের বিজ্ঞাপন চলে আসে।দ উল্লেখ্য, শুধু দর্শক নয়, ওই ম্যাচে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক খেলছিল। তার নাম বৈভব সূর্যবংশী। বয়স মাত্র ১৫। কীর্তির সংযোজন, তওই সময় মা-বাবা বুঝতে পারে না কোন দিকে তাকাবে।

বাচ্চারাও কিছু বুঝে উঠতে পারে না। তারা জিজ্ঞেস করবে, এটা কী? ভাবুন তো, এটা তাদের মনে কী প্রভাব ফেলবে। এটা অত্যন্ত বড় সমস্যা।

বিসিসিআইয়ের উচিত এর উত্তর দেওয়া। কীভাবে এটা তারা অনুমতি দেয়? যেখানে মদ বা সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, সেখানে বড়দের বিজ্ঞাপন কেন চলবে?দ তৃণমূল সাংসদ আরও জানান, তবিসিসিআই যদি ব্যবস্থা নেয় তো ভালো, নাহলে আমি এই বিষয়টা সংসদে তুলব।

তৃতীয় বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন আমির খান

বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। রবিবার মুম্বইয়ের পালি হিলের নিজ বাসভবনে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বৃষ্টির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই একান্ত পারিবারিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর-কনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন এবং বলিউড ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বেশ কয়েকজন নামী ব্যক্তিত্ব। এটি আমির খানের তৃতীয় বিয়ে। মুম্বইয়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে বিয়ের আয়োজনে কিছুটা বাধা আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হলেও, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমির ও গৌরীর এই বিশেষ দিনের সাক্ষী থাকতে পালি হিলের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি, বিশিষ্ট রাজনীতিক রাজ ঠাকরে, স্বনামধন্য গীতিকার প্রসূন যোশী প্রমুখ। এছাড়াও বলিউডের পরিচিত মুখদের মধ্যে 'লগান' খ্যাত পরিচালক আশুতোষ গায়েকওয়ার, কমেডিয়ান-অভিনেতা বীর দাস এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠানকে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। অভিনেতার টিমের পক্ষ থেকে শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত সাদামাটা ও ঘরোয়া পরিবেশে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ছবিতে আমির এবং গৌরীকে বিয়ের আইনি নথিতে সই করতে দেখা যায়। এই সময়ে তাঁদের ঘিরে ছিলেন দুই পক্ষের পরিবারের সদস্যরা। ছবির অন্যতম আকর্ষণ ছিল নবদম্পতির পাশে বসে থাকা দুই সন্তান। একদিকে বসেছিলেন গৌরীর আগের পক্ষের ছেলে, অন্যদিকে ছিলেন আমিরের ছেলে আজাদ। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা গৌরী স্প্র্যাট পেশায় বিউটি ও ওয়েলনেস সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত। এর আগে তাঁর একটি বিয়ে হয়েছিল এবং আগের পক্ষের একটি সন্তানও রয়েছে। গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে নিজের ৬০তম জন্মদিনের প্রাক্কালে সংবাদমাধ্যমের সামনে গৌরীকে প্রথম বার প্রকাশ্যে আনেন আমির। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, গৌরী এবং তিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, এটি আমির খানের তৃতীয় বিয়ে। এর আগে ১৯৮৬ সালে প্রযোজক রীনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ১৬ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ২০০২ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। আমির ও রীনার দুই সন্তান রয়েছেন; জুনেইদ এবং ইরা খান। এরপর ২০০৫ সালে চলচ্চিত্র পরিচালক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। দীর্ঘ ১৫ বছরের দাম্পত্যের পর ২০২১ সালে আমির ও কিরণ আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে বিচ্ছেদের পরও ছেলে আজাদের দায়িত্ব দু'জনে মিলেই পালন করছেন। এবার জীবনের নতুন ইনিংসে পা রাখলেন ৬১ বছর বয়সি আমির খান।

১৩
৬ জুলাই ২০২৬

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

মেক্সিকোর দুর্গে শব্দদানবের বিরুদ্ধে ১০ ব্রিটিশের লড়াই,

হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ জিতে কোয়ার্টারে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডঃ৩ (বেলিংহ্যাম ২, কেন-পেনাল্টি) মেক্সিকোঃ২ (কুইনোনেস, জিমেনেজ-পেনাল্টি) লাল কার্ড, জোড়া পেনাল্টি। সবমিলিয়ে ম্যাচে ৫ গোল। সোমবার সকালে বিশ্বকাপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখলেন ফুটবলপ্রেমীরা। শেষ ষোলোয় নাটকীয় ম্যাচ খেলল ইংল্যান্ড এবং মেক্সিকো। আজতেকা স্টেডিয়ামে অনবদ্য রেকর্ড আছে আয়োজক দেশের। ৮৯ টি ম্যাচে ৭০ জয়, মাত্র দু'টি হার। সেই দুর্গে ১০ জনে মিলে প্রাণপণ লড়াই করল ইংল্যান্ড, প্রায় ৪০ মিনিট ধরে। অবশেষে ঝুলিতে এল জয়। শেষ আটে নাম তুলে ফেললেন হ্যারি কেনরা। এবারের মতো বিদায় মেক্সিকোর। ম্যাচে নামার আগেই একঝাঁক সমস্যা ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর। বিশ্বের উচ্চতম স্টেডিয়ামে খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ সামলাতে বুকায়ো সাকারা নাকি উত্তেজনাবর্ধক ওষুধ নিচ্ছেন, এমনটাও খবর ছড়িয়েছিল। তারপর প্রতিকূল আবহাওয়া। ঝড়বৃষ্টির কারণে এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হল ম্যাচ। তবে ম্যাচের প্রথম ৪০ মিনিট ইংল্যান্ডের খেলা দেখে মনে হল না, তাদের খুব একটা সমস্যা হয়েছে বলে। শুরু থেকেই বল নিজেদের দখলে রাখার উপর জোর দিয়েছিল আয়োজক দেশ। গ্যালারি তখন ফেটে পড়ছে মেহিকো মেহিকো ধ্বনিতে। উপযুক্ত দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকায় এদিন আজতেকার দর্শকদের দেখা গেল। ৩৫ মিনিট পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলল দুপক্ষে। তা সত্ত্বেও ম্যাচের প্রথম গোল এল ৩৬ মিনিটে, ইংল্যান্ডের খাতাতেই। চলতি বিশ্বকাপে হ্যারি ছাড়া কেউ সেভাবে গোল পাচ্ছেন না, সমালোচনায় বিদ্ধ ছিল থ্রি লায়ন্স। সেই বদনাম ঘোচালেন জুড বেলিংহ্যাম। ডিফেন্ডারদের বোকা বানিয়ে পোস্টের দিকে টেনে নিলেন কেন, যথার্থ অধিনায়কের মতো। সেই জায়গা কাজে লাগিয়ে অনবদ্য হেডার বেলিংহ্যামের। ৩৮ সেকেন্ডের মাথায় ফের কিছুটা একইভাবে গোল, আবারও গোলদাতা বেলিংহ্যামই। এই বিশ্বকাপে আজতেকা স্টেডিয়ামে একবারও গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েনি মেক্সিকো। এদিনই প্রথমবার গোল খেয়ে গেল আয়োজক দেশ। ২-০ পিছিয়ে পড়ার ঠিক পরের সেকেন্ড থেকেই শুরু হল মেক্সিকোর কামব্যাকের লড়াই। গ্যালারি থেকে ৮৮ হাজার দর্শকের চিৎকার বাড়ল, তাতেই আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হলেন রবার্তো আলভার্দোরা। মাত্র চার মিনিটের মাথায় গোল শোধ। জুলিয়ান কুইনোনেসের শটটা গোলে জড়াতেই স্টেডিয়ামের চিৎকার। মাথা ঘুরে গেল ব্রিটিশ বাহিনীর। প্রথমার্ধেই সমতা ফিরিয়ে মাঠ

ছাড়তে পারত মেক্সিকো। তবে জর্ডান পিকফোর্ডের অন্যবদ্য সেভে সেটা আটকে গেল। ২-১ ফলে শেষ হল ম্যাচের প্রথমার্ধ। ম্যাচে নাটকীয়তা বাড়ল বিরতির পর থেকেই। দুই দলই তখন গোল করার লক্ষ্যে মরিয়া। ৫৪ মিনিটে ফাউল করে লাল কার্ড দেখলেন জ্যারেল কুয়ানশা। ১০ জনে খেলা ইংল্যান্ড তখন ভেঙে পড়বে হোম টিমের লাগাতার আক্রমণে, সেটা কার্যত নিশ্চিত। তবে ৬ মিনিটের মাথায় পেনাল্টিতে গোল হ্যারি কেনের। ৩-১ এগিয়ে যাওয়ার পর প্রাণপণ ডিফেন্স ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ইংল্যান্ডের। সেটা করতে গিয়ে ভুল করে বসলেন অধিনায়ক নিজেই। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল রাউল জিমেনেজের। তবে শেষ ২০ মিনিটে মুহুর্মুহু আক্রমণ করেও মেক্সিকো আর গোল করতে পারেনি। ইংল্যান্ড যে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতে এল, তার নেপথ্য কারিগর কোচ টমাস তুখেলই। ঠিক সময়গুলো বুঝে তিনি মাঠে নামালেন জন স্টোনস, ড্যান বার্ন, জেড স্পেন্সদের। ১০ জনে খেলা ইংল্যান্ড রক্ষণে শক্তি জোগালেন তাঁরাই। পিকফোর্ডও একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচালেন। আলাদা করে বলতে হয় ডিফেন্সে বেলিংহ্যামের ভূমিকাও। একাধিক আক্রমণ রুখেছেন এদিনের জোড়া গোলদাতা। শেষ মিনিট পর্যন্ত যুদ্ধের পর মেক্সিকোর দুর্গে জয়ী ব্রিটিশ বাহিনী। এবার কোয়ার্টারে তাদের প্রতিপক্ষ ব্রাজিলকে ছিটকে দেওয়া নরওয়ে।

নরওয়ে-বধে দলগত শক্তিতেই আস্থাশীল কার্লো আনচেলত্তি

সবুজ গালিচায় যখন লাতিন আমেরিকার চিরায়ত ছন্দের মুখে ামুখি দাঁড়ায় ইউরোপীয় ফুটবলের এক গোল-মেশিন, তখন স্নায়ুর চাপ চরমে ওঠাই স্বাভাবিক। বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে নরওয়ের আর্লিং হালান্ড নামক সেই অতিমানবিক ত্রাসের সামনে এবার বড় পরীক্ষা দিতে চলেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কিন্তু নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মহারণের আগে ব্রাজিলীয় শিবিরের অন্দরমহলে কান পাতলে কোনো বাড়তি আতঙ্কের সুর শোনা যাচ্ছে না। দলের ইতালীয় হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নরওয়ের এই মহাতারকাকে বোতলবন্দি করার জন্য তাঁর দলের আলাদা কোনো 'অ্যান্টি-হালান্ড' ছক বা কৌশল নেই। আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা এই স্ট্রাইকারকে আটকাতে তিনি পুরোপুরি আস্থা রাখছেন তাঁর রক্ষণের অভিজ্ঞতার ওপরই। জাপানের বিরুদ্ধে বত্রিশ দলের পর্বে ইনজুরি টাইমে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের পর এখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছে ব্রাজিল। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার এই লড়াইয়ে আনচেলত্তি কেবল একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়ে থাকতে নারাজ। তাঁর মতে, আর্লিং হালান্ড কীভাবে খেলেন, তা বিশ্বের প্রতিটি দলেরই জানা। বিশেষ করে আর্সেনালের হয়ে খেলা গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস কিংবা প্যারিস সাঁ-জারমাঁর মার্কুইনহোস ক্লাব ফুটবলে বহুবার এই নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারের মুখোমুখি হয়েছেন।

তাই রক্ষণের খেলোয়াড়দের আলাদা করে হালান্ড-বধের পাঠ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না প্রবীণ এই কোচ। আনচেলত্তি বরং নরওয়ের নিশ্ছিদ্র রক্ষণ এবং সুসংগঠিত দলগত কাঠামোর দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন। তাঁর মতে, নরওয়ের মতো একটি সুশৃঙ্খল দলের বিরুদ্ধে জয় পেতে হলে ব্রাজিলকে তাদের সেরা ফুটবলটাই উপহার দিতে হবে। কোচের এই শান্ত দর্শনের পাশাপাশি দলের অন্দরে হালান্ডকে নিয়ে যে প্রচ্ছন্ন সমীহ রয়েছে, তা ধরা পড়েছে মিডফিল্ডার ব্রুনো গুইমারায়েসের কথায়। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হালান্ড এমন এক জাতের খে লোয়াড় যিনি মাত্র একটি বল পায়ে পেলেই গোটা ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন। তাই আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি এই দীর্ঘকায় স্ট্রাইকারকে কড়া নজরে রাখাও যে ব্রাজিলের রক্ষণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হতে চলেছে, তা স্পষ্ট। এই লড়াইয়ে জয়ী হলে শেষ আটে ব্রাজিলকে মুখোমুখি হতে হবে ইংল্যান্ড অথবা সহ-আয়োজক মেক্সিকোর।

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ব্রাজিল শিবিরে কিছুটা অস্বস্তি বাড়িয়েছে চোট-আঘাতের সমস্যা। জাপানের বিরুদ্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে গিয়েছেন মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা, যদিও উরুর চোট সারিয়ে দলে ফেরার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড রাফিনিয়ার।

অন্যদিকে, নরওয়ের কোচ স্টেল সলবাকেনও এই লড়াইকে কেবল হালান্ড বনাম ব্রাজিলীয় রক্ষণের দ্বৈরথ হিসেবে দেখতে নারাজ। গ্যাব্রিয়েল এবং মার্কুইনহোসের জুটিকে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা রক্ষণভাগ হিসেবে মেনে নিয়েও তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এটি শেষ পর্যন্ত নরওয়ে এবং ব্রাজিলের দলগত মর্যাদার লড়াই। কাগজে-কলমে ব্রাজিল পরিষ্কার ফেভারিট হলেও, নরওয়ে যে তাদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে অঘটন ঘটানোর অপেক্ষায় রয়েছে, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন সলবাকেন। চোট সারিয়ে দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জুলিয়ান রায়ারসনের ফেরার সম্ভাবনা নরওয়ে শিবিরকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও, অসুস্থতার কারণে হোমগ্রেন পেডারসেনের খেলা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সব মিলিয়ে, লাতিন আমেরিকার শৈল্পিক আগ্রাসনের সঙ্গে ইউরোপীয় শৃঙ্খলার এই দ্বৈরথ যে বিশ্বকাপের মঞ্চে এক ধুন্ধুমার ট্যাকটিকাল লড়াইয়ের জন্ম দিতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিলিয়ান এমবাপের একক দক্ষতায় লাতিন দুর্গ ভেঙে শেষ আটে ফ্রান্স

ফুটবল মাঠে যখন ইতিহাসের পাতা লেখা হয়, তখন অনেক সময়ই শৈল্পিক নান্দনিকতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্নায়ুর লড়াইয়ে টিকে থাকার নির্মম ক্ষমতা। বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে ঠিক তেমনই এক স্নায়ুযুদ্ধের সাক্ষী থাকল মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা। একদিকে ছিল ইউরোপের চমত্কার ফুটবলীয় আভিজাত্য, অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার একরোখা, লড়াকু এবং রক্ষণাত্মক প্রতিরোধ। খ াতায়-কলমে যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ফরাসি ফুটবল দেবতা যে এভাবে বারবার পরীক্ষা নেবেন, তা হয়তো চরম ফরাসি সমর্থকও ভাবেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে পাওয়া একটি পেনাল্টি এবং কিলিয়ান এমবাপের বুটের সেই পরিচিত শীতল স্থিরতা;এই দুইয়ের যুগলবন্দিতেই লাতিন আমেরিকার দুর্ধষ প্রতিরোধ ভেঙে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করল দিদিয়ের দেশঁ-র দল। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রথাগত ফরাসি আক্রমণভাগের সামনে প্যারাগুয়ে যে দেওয়াল তুলে দিয়েছিল, তা আধুনিক ফুটবলের যেকোনো কোচের জন্য এক শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। ফ্রান্স বলের দখল নিজেদের পায়ে রাখ লেও, প্যারাগুয়ের বক্সের ভেতরে ঢোকার প্রতিটি রাস্তা তারা সিল করে দিয়েছিল। মাঝমাঠ থেকে কিলিয়ান এমবাপে কিংবা আন্তোয়ান গ্রিজম্যান যখনই গতি বাড়াতে চেয়েছেন, তখ নই গুয়ারানি ডিফেন্ডারদের কড়া ট্যাকল ও নিখুঁত পজিশনিং তাঁদের

স্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রথমার্ধের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই মনে হচ্ছিল, ম্যাচটি হয়তো এক গোলশূন্য ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছে এবং ফ্রান্সকে পেনাল্টি শুট-আউটের চরম অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু ফুটবলের ভাগ্যবিধাতা হয়তো অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে বক্সের ভেতরে প্যারাগুয়ের এক ডিফেন্ডারের সামান্যতম অসতর্কতা এবং ফরাসি স্ট্রাইকারের চতুরতা রেফারিকে পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে বাধ্য করে। মাঠজুড়ে তখন এক চরম উত্তেজনা। স্পট-কিক নিতে এগিয়ে এলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে। গ্যালারির লক্ষাধিক চোখ আর প্যারাগুয়ের গোলরক্ষকের তীক্ষ্ণ নজরকে উপেক্ষা করে এমবাপের নেওয়া শট যখন জাল ছুঁয়ে গেল, তখন স্টেডিয়ামের একাংশে কেবলই স্বস্তির উল্লাস। ওই একটি গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল। দ্বিতীয়ার্ধে প্যারাগুয়ে তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছিল। বেশ কয়েকবার ফরাসি রক্ষণভাগে ফাটল ধরালেও গোল করার মতো চূড়ান্ত মুহূর্তটি তারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যদিকে, এক গোলের লিড ধরে রাখতে ফ্রান্সও তাদের মাঝমাঠ ও রক্ষণকে আরও আঁটসাঁট করে তোলে। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথে যখন ফরাসি শিবির উল্লাসে মেতে উঠল, তখন তাদের চোখে আনন্দের চেয়ে স্বস্তির ছাপই ছিল স্পষ্ট। এই জয় ফরাসি ফুটবলকে শেষ আটের টিকিট এনে দিলেও, তাদের আক্রমণভাগের কিছু দুর্বলতা এবং লাতিন রক্ষণের সামনে খেই হারিয়ে ফেলার প্রবণতাকে আবারও সামনে এনে দাঁড় করাল। বিশ্বজয় করতে হলে যে কেবল গতির ঝড় তুললেই চলে না, বরং প্যারাগুয়ের মতো লড়াকু দলের বিরুদ্ধে আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলের প্রয়োজন, মিউনিখের এই রাত ফ্রান্সকে সেই সতর্কবার্তাই দিয়ে গেল।

ভারতের দেওয়া পুরনো ক্ষত সারিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে বেথেল-ঝড়

বাইশ গজের লড়াই অনেক সময়ই নিছক ব্যাট-বলের হিসাব ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতের এক নীরব উপাখ্যান। মাত্র বাইশ বছর বয়সি এক ব্যাটারের কাছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শতরান করাটা স্বপ্নের মতো হতে পারে, কিন্তু সেই ইনিংস যদি দলকে জেতাতে না পারে, তবে তা পরিণত হয় এক দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণায়। ভারতের বিরুদ্ধে ঠিক তেমনই এক দগদগে ক্ষত বুকে নিয়ে শনিবার ম্যাঞ্চেস্টারের মাঠে নেমেছিলেন ইংল্যান্ডের তরুণ প্রতিভা জেকব বেথেল। কিন্তু এ বার আর কোনো আক্ষেপ নয়। একশো একানব্বই রানের এক পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রাকে তাড়া করতে নেমে তিনি কেবল ইংল্যান্ডকে খাদের কিনারা থেকেই টেনে তুললেন না, বরং এক অভাবনীয় এবং নিখুঁত আগ্রাসনে ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন নিশ্চিত জয়। তাঁর ছিয়াত্তর রানের সেই অপরাজিত ইনিংসটি কার্যত ছিল অতীতের সেই যন্ত্রণার এক রাজকীয় প্রতিশোধ, যার ওপর ভর করে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় লড়াইয়ে চার উইকেটে জিতে এক-শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে গেল আয়োজক দেশ। অথচ, রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা হয়েছিল এক চূড়ান্ত দুঃস্বপ্নের মতো। ইনিংসের মাত্র প্রথম পাঁচটি বলের মধ্যেই খাতা না খুলে সাজঘরে ফিরে গিয়েছিলেন জস বাটলার-সহ দুই ওপেনার। স্কোরবোর্ডে তখন মাত্র এক রান, আর প্যাভিলিয়নে দুই মহারথী। ঠিক সেই চরম বিপর্যয়ের মুখে চার নম্বরে ব্যাট হাতে বাইশ গজে পা রেখেছিলেন বেথেল। উল্টোদিকে থাকা অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক তখন পালটা আক্রমণের রূপরেখা তৈরি করছেন। মাত্র পনেরো বলে তিনটি ছক্কা এবং চারটি চারের সাহায্যে ব্রুকের উনচল্লিশ রানের সেই ধ্বংসাত্মক ইনিংসটি ইংল্যান্ডের ইনিংসে কিছুটা প্রাণ ফেরালেও, আসল ম্যাজিকটা তোলা ছিল বেথেলের ব্যাটে। চরম চাপের মুখেও তিনি যে অসামান্য স্থিরতা দেখিয়েছিলেন, তা আধুনিক ক্রিকেট ব্যাকরণের এক অন্যতম সেরা উদাহরণ। ইনিংসের ষোলো ওভার পর্যন্ত বেথেলের সংগ্রহ ছিল ছত্রিশ বলে বিয়াল্লিশ রান। কিন্তু আসল ঝড়টা আছড়ে পড়ে রবি বিষ্ণোইয়ের করা সতেরো নম্বর ওভারে। ওই একটি ওভারেই ম্যাচের ভাগ্য

পুরোপুরি ইংল্যান্ডের দিকে হেলে যায়। বিষ্ণোইয়ের ওই ওভারে দু'টি নো-বলের সুযোগ নিয়ে তিনটি বিশাল ছক্কা এবং একটি চার মারেন বেথেল, যার ফলে এক ওভার থেকেই আসে উনত্রিশ রান। তাঁর এই আগ্রাসন এখানেই থামেনি; হর্ষিত রানার বলে তাঁর সেই স্পর্ধিত 'রিভার্স-র্যা ম্প' ছক্কাটি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তিনি কতটা আত্মবিশ্বাসী। মুখোমুখি হওয়া শেষ দশটি বল থেকে তিনি কার্যত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন চৌত্রিশ রান। বেথেলের এই হিসেবি অথচ নির্মম আক্রমণ প্রমাণ করে যে, সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে সবসময় প্রথম থেকে অন্ধের মতো ব্যাট চালানোর প্রয়োজন হয় না; বরং সঠিক ওভারটি বেছে নিয়ে আঘাত হানাই হলো আসল কৌশল। ছেচল্লিশ বলে পাঁচটি ছক্কা এবং পাঁচটি চারে সাজানো এই ম্যাচ-জেতানো ইনিংসটিকে নিজের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বলে আখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং বেথেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই তাঁর শতরান থাকলেও, এই ইনিংসটির তৃপ্তি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বা ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মঞ্চে শতরান করা সত্ত্বেও মাঠ ছাড়তে হয়েছিল হারের গ্লানি নিয়ে। সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে সেই সাত রানের হার তাঁর মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল। সেই আক্ষেপ মুছে ফেলে অপরাজিত থেকে দলকে জেতানোর অনুভূতি যে এক ব্যাটারের কাছে ঠিক কতটা মধুর, তা তিনি গোপন করেননি। বেথেলের কথায়, ভারতের বিরুদ্ধে পুরনো কিছু মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত ছিল, তাই এই জয়টা সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার মতোই। দলের এই অসামান্য প্রত্যাবর্তন তাঁকে সিরিজের সামনের ম্যাচগুলির জন্য যে আত্মবিশ্বাসের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টারের বাতাসে এখন তারই স্পষ্ট অনুরণন।

কিলিয়ান এমবাপের একক দক্ষতায় লাতিন দুর্গ ভেঙে শেষ আটে ফ্রান্স

ফুটবল মাঠে যখন ইতিহাসের পাতা লেখা হয়, তখন অনেক সময়ই শৈল্পিক নান্দনিকতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্নায়ুর লড়াইয়ে টিকে থাকার নির্মম ক্ষমতা। বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে ঠিক তেমনই এক স্নায়ুযুদ্ধের সাক্ষী থাকল মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা। একদিকে ছিল ইউরোপের চমত্কার ফুটবলীয় আভিজাত্য, অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার একরোখা, লড়াকু এবং রক্ষণাত্মক প্রতিরোধ। খ াতায়-কলমে যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ফরাসি ফুটবল দেবতা যে এভাবে বারবার পরীক্ষা নেবেন, তা হয়তো চরম ফরাসি সমর্থকও ভাবেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে পাওয়া একটি পেনাল্টি এবং কিলিয়ান এমবাপের বুটের সেই পরিচিত শীতল স্থিরতা;এই দুইয়ের যুগলবন্দিতেই লাতিন আমেরিকার দুর্ধষ প্রতিরোধ ভেঙে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করল দিদিয়ের দেশঁ-র দল। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রথাগত ফরাসি আক্রমণভাগের সামনে প্যারাগুয়ে যে দেওয়াল তুলে দিয়েছিল, তা আধুনিক ফুটবলের যেকোনো কোচের জন্য এক শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। ফ্রান্স বলের দখল নিজেদের পায়ে রাখ লেও, প্যারাগুয়ের বক্সের ভেতরে ঢোকার প্রতিটি রাস্তা তারা সিল করে দিয়েছিল। মাঝমাঠ থেকে কিলিয়ান এমবাপে কিংবা আন্তোয়ান গ্রিজম্যান যখনই গতি বাড়াতে চেয়েছেন, তখ নই গুয়ারানি ডিফেন্ডারদের কড়া ট্যাকল ও নিখুঁত পজিশনিং তাঁদের স্তব্ধ করে দিয়েছে।
প্রথমার্ধের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই মনে হচ্ছিল, ম্যাচটি হয়তো এক গোলশূন্য ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছে এবং ফ্রান্সকে পেনাল্টি শুট-আউটের চরম অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু ফুটবলের ভাগ্যবিধাতা হয়তো অন্য কিছু লিখে রেখে ছিলেন।
ম্যাচের ৪৩ মিনিটে বক্সের ভেতরে প্যারাগুয়ের এক ডিফেন্ডারের সামান্যতম অসতর্কতা এবং ফরাসি স্ট্রাইকারের চতুরতা রেফারিকে পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে বাধ্য করে। মাঠজুড়ে তখন এক চরম উত্তেজনা। স্পট-কিক নিতে এগিয়ে এলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে। গ্যালারির লক্ষাধিক চোখ আর প্যারাগুয়ের গোলরক্ষকের তীক্ষ্ণ নজরকে উপেক্ষা করে এমবাপের নেওয়া শট যখন জাল ছুঁয়ে গেল, তখন স্টেডিয়ামের একাংশে কেবলই স্বস্তির উল্লাস। ওই একটি গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল। দ্বিতীয়ার্ধে প্যারাগুয়ে তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছিল। বেশ কয়েকবার ফরাসি রক্ষণভাগে ফাটল ধরালেও গোল করার মতো চূড়ান্ত মুহূর্তটি তারা তৈরি করতে পারেনি।
অন্যদিকে, এক গোলের লিড ধরে রাখতে ফ্রান্সও তাদের মাঝমাঠ ও রক্ষণকে আরও আঁটসাঁট করে তোলে। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথে যখন ফরাসি শিবির উল্লাসে মেতে উঠল, তখন তাদের চোখে আনন্দের চেয়ে স্বস্তির ছাপই ছিল স্পষ্ট।
এই জয় ফরাসি ফুটবলকে শেষ আটের টিকিট এনে দিলেও, তাদের আক্রমণভাগের কিছু দুর্বলতা এবং লাতিন রক্ষণের সামনে খেই হারিয়ে ফেলার প্রবণতাকে আবারও সামনে এনে দাঁড় করাল। বিশ্বজয় করতে হলে যে কেবল গতির ঝড় তুললেই চলে না, বরং প্যারাগুয়ের মতো লড়াকু দলের বিরুদ্ধে আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলের প্রয়োজন, মিউনিখের এই রাত ফ্রান্সকে সেই সতর্কবার্তাই দিয়ে গেল।

নিজেদের পরিকল্পনায় স্থির থাকলে বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা ভারতের রয়েছে', কোচ ফুল্টনের

সদ্য সমাপ্ত এফআইএইচ প্রো লিগের শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও, শেষবেলায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। লিগের শেষ পর্বে জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারত। আর এই জোড়া সাফল্যের পরই দলের আত্মবিশ্বাস যে কতটা তুঙ্গে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল দলের হেড কোচ ক্রেগ ফুল্টনের কথায়। তাঁর মতে, নিজেদের নির্দিষ্ট গেম প্ল্যান বা রণকৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বিশ্বের যে কোনও শক্তিশালী দলকেই হারানোর ক্ষমতা রাখে ভারতীয় হকি দল। আগামী দিনে হকি বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান গেমসের মতো বড় মাপের প্রতিযোগিতার আগে দলের এই পারফরম্যান্সকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলেই মনে করছেন তিনি। প্রো লিগের শুরুটা রাউরকেল্লায় হতাশাজনক হলেও, হোবার্ট পর্বে দলের পারফরম্যান্সে কিছুটা উন্নতি নজরে আসে। তবে আসল চমকটা ভারত দেখ ায় লিগের ইউরোপীয় পর্বে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে ৩-১ এবং অলিম্পিক্স সোনাজয়ী নেদারল্যান্ডসকে ৩-২ গোলে হারিয়ে গোটা বিশ্বকে চমকে দেয় ভারত। শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেয় তারা। যদিও লিগ টেবিলের শেষে ১৬ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ৯টি দলের মধ্যে অষ্টম স্থানেই শেষ করতে হয়েছে ভারতকে। তবে পয়েন্ট টেবিলের এই হিসাব দিয়ে দলের প্রকৃত শক্তির বিচার করতে নারাজ কোচ ফুল্টন। তিনি বলেন, ক্ষুএই প্রো লিগ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো দলের আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া। জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দলকে হারানো প্রমাণ করে যে, আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে নামি, তবে বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

১৪
৬ জুলাই ২০২৬

হাল হকিকত

নয়া জামানা

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের ‘প্রজনন গণহত্যা’

১৮৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে উঠে এলো যে ভয়াবহ তথ্য

কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘প্রজনন গণহত্যা’ চালিয়ে আসছে ইসরাইল। চিকিৎসা অবকাঠামো ধ্বংস, নারী ও শিশুদের হত্যা এবং পরিবেশকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, যার পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে বন্ধ্যত্ব। নতুন এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভ’-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পর গাজায় ইসরাইলি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে এই চর্চা আরও ত্বরান্বিত হয়। ফিলিস্তিনিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।গত সপ্তাহে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল বিষয়ক জাতিসংঘের শীর্ষ তদন্ত সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, গাজায় হামলার প্রধান অংশ হিসেবে ইসরাইলি বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনি শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে শিশুদের ওপর হওয়া ক্ষতির পুরো চিত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্নাইপার ও ড্রোনের মাধ্যমে নিখুঁত গুলি, আটক অবস্থায় নির্যাতন, প্রজননগত সহিংসতা এবং স্কুল ও হাসপাতাল ধ্বংসের মতো বিষয়গুলো।

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘প্রজনন গণহত্যা’ চালিয়ে আসছে ইসরাইল। চিকিৎসা অবকাঠামো ধ্বংস, নারী ও শিশুদের হত্যা এবং পরিবেশকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, যার পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে বন্ধ্যত্ব। নতুন এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভ’-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পর গাজায় ইসরাইলি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে এই চর্চা আরও ত্বরান্বিত হয়। ফিলিস্তিনিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।গত সপ্তাহে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল বিষয়ক জাতিসংঘের শীর্ষ তদন্ত সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, গাজায় হামলার প্রধান অংশ হিসেবে ইসরাইলি বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনি শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে শিশুদের ওপর হওয়া ক্ষতির পুরো চিত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্নাইপার ও ড্রোনের মাধ্যমে নিখুঁত গুলি, আটক অবস্থায় নির্যাতন, প্রজননগত সহিংসতা এবং স্কুল ও হাসপাতাল ধ্বংসের মতো বিষয়গুলো। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরাইল ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আরও ৫ হাজার ১৬০ জন শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ১৫ হাজার শিশু তাদের মাকে হারিয়েছে।জাতিসংঘের নথিবদ্ধ করা একটি ঘটনায় দেখা যায়, আল-নাসর শিশু হাসপাতালে ইসরাইলি বাহিনী বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় চার নবজাতকের মৃত্যু হয়। পরে বিকল হয়ে যাওয়া লাইফ সাপোর্ট মেশিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় তাদের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।গণহত্যার শুরুতে জাতিসংঘের হিসাবে গাজায় ৫০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা নারী ছিলেন এবং প্রতি মাসে ৫ হাজার ৫০০ শিশু জন্ম নিচ্ছিল। অনেকেরই জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল, যা ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর কারণে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।সে সময় গর্ভপাতের হার ৩০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যায়। ব্যাপক অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা এবং প্রসবপূর্ব প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে অকাল জন্ম, কম ওজনের শিশু এবং প্রসবের সময় মারাত্মক রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

‘একটি শিকারি রাষ্ট্র’

প্রগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় প্রস্তুত করা ১৮৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘এ প্রিডেটরি স্টেট ইসরাইলি সিস্টেমিক সেক্সুয়ালাইজড অ্যান্ড জেন্ডারড ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট প্যালেস্টাইনস’ (একটি শিকারি রাষ্ট্র ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের পদ্ধতিগত যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা)। এতে উল্লেখ করা হয়, ইসরাইল গাজায় বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটারি প্যাড ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক ফিলিস্তিনি নারী ‘মাসিক বন্ধ করতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা ঘরে তৈরি প্যাড ব্যবহার করতে বাধ্য হন’।২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পরিচালিত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য, ইসরাইলের প্রকাশ করা গোপন নথি, ফিলিস্তিনিদের মৌখিক ইতিহাস, একাডেমিক গবেষণা, প্রামাণ্য দলিল, গণমাধ্যমের খবর, মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নথি এবং জাতিসংঘের প্রতিবেদন ও বিবৃতি যুক্ত করা হয়েছে।গাজার বোমা বিধ্বস্ত হাসপাতালগুলোতে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, অ্যানেসথেসিয়া বা জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম নেই। ফলে ফিলিস্তিনি নারীরা ভিড়ভাট্টাপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্র, ঘরবাড়ি বা ধ্বংসস্তূপে ঘেরা রাস্তায় সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হচ্ছেন।গাজায় কাজ করা আন্তর্জাতিক চিকিৎসকেরা অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া সিজারিয়ানসহ নানা অস্ত্রোপচার করার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। সদ্য মা হওয়া নারীরা ডায়াপার, খাবার, পানি ও শিশুর গুঁড়ো দুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাচ্ছেন না, যা বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় খুব সাধারণ বিষয়।প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গাজার ওপর ইসরাইলের এই হামলা আংশিকভাবে ‘প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং অন্যান্য দৈনন্দিন অবকাঠামোর পদ্ধতিগত ধ্বংসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যা ফিলিস্তিনিদের জীবনকে কেবল ঝুঁকিপূর্ণই নয়, অসম্ভব করে তুলেছে।’ইসরাইল গাজার প্রসূতি ওয়ার্ড ও আইভিএফ ক্লিনিকগুলো ধ্বংস করেছে। ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভ জানিয়েছে, সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত সাদা ফসফরাস এবং অন্যান্য বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার ‘প্রজননক্ষমতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও বংশানুক্রমিক প্রভাব ফেলবে’।হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মা বিধবা বা রাজবন্দিদের স্ত্রী হিসেবে তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ও রক্ষাকর্তা হিসেবে বেঁচে আছেন। অন্যদিকে পদ্ধতিগত উচ্ছেদ ও কারাবাসের কারণে আরও হাজার হাজার নারী তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ব্যাপক অনাহার, বাস্তুচ্যুতি এবং রোগের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও গাজার ফিলিস্তিনি মায়েদের ওপর নতুন জীবনের জন্ম দেওয়া এবং সন্তানদের যত্ন নেওয়ার মতো অসম্ভব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভ গাজার দুই নারী রানিয়া আবু আনজা এবং জোমানা আরাফার ঘটনা বিশেষভাবে তুলে ধরেছে।আবু আনজা ১০ বছর ধরে আইভিএফ চিকিৎসা নেওয়ার পর অবশেষে নাঈম ও উইসাম নামে যমজ সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু ২০২৪ সালের মার্চে এক ইসরাইলি বিমান হামলায় স্বামীসহ তার ওই দুই শিশু প্রাণ হারায়।জোমানা আরাফা যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার দুদিনের মাথায়

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ঘোষিত ‘নিরাপদ মানবিক অঞ্চলে’ আশ্রয় নেওয়া অবস্থায় তার দুই শিশু এবং নিজ মাসহ নিহত হন। তার স্বামী নবজাতকদের জন্মনিবন্ধন আনতে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান।প্রতিবেদনে এসব ঘটনাকে কেবল ‘হিমশৈলের চূড়া’ বা বিশাল ঘটনার সামান্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপর গঠিত স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন জানিয়েছে, ইসরাইলি সামরিক বাহিনী পরিকল্পিতভাবে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালিয়েছে। প্রসূতি ওয়ার্ড, প্রসবপূর্ব চিকিৎসা কেন্দ্র, ফার্টিলিটি ক্লিনিক এবং নবজাতকদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রগুলো প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।গাজার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সেখানে ইসরাইলের কঠোর খাদ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।ফিলিস্তিনিদের বংশবৃদ্ধি নিয়ে ইসরাইলের ঐতিহাসিক ভয়ের বিষয়টিও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯৫ সালে ইসরায়েলি ভূগোলবিদ আরনন সোফার সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘ইসরায়েল সবচেয়ে বড় যে হুমকির সম্মুখীন, তা হলো আরব নারীদের গর্ভ।’ তিনি দাবি করেছিলেন, ফিলিস্তিনিদের জন্মহার ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৯-১৯৭৪) গোল্ডা মেয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে, ‘আরও একটি ফিলিস্তিনি শিশু জন্ম নিতে যাচ্ছে’;এই ভাবনা থেকেই তার দুঃস্বপ্ন শুরু হতো।ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভের এ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রান্সেসকা আলবানিজ বলেন, ‘এটি এমন একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যা ফিলিস্তিনিদের জীবন; দেহ, বসতবাড়ি, পরিবার, প্রজননগত অস্তিত্ব এবং এমনকি মৃতদেরও নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।তিনি আরও বলেন, ‘এখন এটা বোঝার সময় এসেছে যে, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলো;যার মধ্যে এই প্রতিবেদনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাও অন্তর্ভুক্ত;কেবল বিচ্ছিন্ন কোনো নির্যাতনের সমষ্টি নয়; বরং এটি আধিপত্য বিস্তার, নিপীড়ন এবং নিশ্চিহ্ন করার একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা।’সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘প্রজনন গণহত্যা’ চালিয়ে আসছে ইসরাইল। চিকিৎসা অবকাঠামো ধ্বংস, নারী ও শিশুদের হত্যা এবং পরিবেশকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, যার পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে বন্ধ্যত্ব। নতুন এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।ফিলিস্তিন ফেমিনিস্ট কালেক্টিভ’-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পর গাজায় ইসরাইলি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে এই চর্চা আরও ত্বরান্বিত হয়। ফিলিস্তিনিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।গত সপ্তাহে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল বিষয়ক জাতিসংঘের শীর্ষ তদন্ত সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, গাজায় হামলার প্রধান অংশ হিসেবে ইসরাইলি বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনি শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে শিশুদের ওপর হওয়া ক্ষতির পুরো চিত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্নাইপার ও ড্রোনের মাধ্যমে নিখুঁত গুলি, আটক অবস্থায় নির্যাতন, প্রজননগত সহিংসতা এবং স্কুল ও হাসপাতাল ধ্বংসের মতো বিষয়গুলো। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরাইল ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করেছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।